http://islaminonesite.wordpress.com

প্রকাশক ঃ সূফিয়া প্রকাশনী, কিউ-৪ এস,এ, ফারুকী রোড কলকাতা-৭০০০২৪
ফোন ২৮৬৯-০৮৮১ ফ্যাক্স ২৮৩৯-০৯৮৪

১ম প্রকাশ-জানুয়ারী, ১৯৮৭ , ২য় প্রকাশ-মার্চ, ১৯৯২
৩য় প্রকাশ-এপ্রিল, ১৯৯৭, ৪র্থ প্রকাশ-মার্চ, ২০০২

নতুন সংস্করণ ২০০৬

মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

১) আহলে হাদীস কার্যালয়, ১নং মারকুইস লেন, কোলকাতা- ৭০০ ০১৬
২) শেখ ফযলুল বারী, এস ১০২, মারেরোড কোলকাতা ৭০০ ০১৮
৩) মল্লিক বুক স্টল, ৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০ ০৭৩
৪) মোঃ সফ্ওয়ান, জামেয়া রহ্মানিয়া, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
৫) রহমানী শিক্ষাকেন্দ্র-অফিস বড়ুয়া, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
৬) ইসলামী লাইব্রেরী, কেওটশা বাজার, উত্তর ২৪ পরগনা
৭) শামসী বুক সেন্টার, শামসী, মালদাহ
৮) আদর্শ বুক সেন্টার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
৯) মওলানা মোশতাক হোসেন, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর
১০) মাওলানা আব্দুর রউফ, খারীচালা বাজার, বরপেটা আসাম

আহ্লে-হাদীস মাসিক পত্রিকা

কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল তথ্য এবং ইসলামী ইতিহাস ও মুসলিম দর্শনের বলিষ্ঠ তত্ত্ব জানতে হলে পূর্ব ভারতের অতুলনীয় ইসলামী গবেষক অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শেখ আইনুল বারী আলিয়াভী সম্পাদিত মাসিক আহ্লে হাদীস পত্রিকা অবশ্যই পড়ুন। ১৯৭২ সাল থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

পাবার ঠিকানা ঃ- আহ্লে হাদীস কার্যালয়, ১নং মার্কুইস লেন, কোলকাতা -৭০০ ০১৬

http://islaminonesite.wordpress.com

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লা-হু আলায়হি অ-সাল্লাম বলেন ঃ—

"তোমাদের সন্তানেরা যখন পরিষ্কার কথা বলবে তখন তাদেরকে তোমরা লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হ" শেখাও।

(ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমে অল্লাইলাহ—১১৩ পৃষ্ঠা

সালাফী বর্ণ পরিচয়

(২য় ভাগ)

(সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীদের এক কথায় সালাফী বলা হয়)

ঃ প্রণয়ণে ঃ

মাওলানা হাফেয শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী

অধ্যাপক কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া

(এম·এম·ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট রেকর্ড, প্রাইজ ও স্কলারশিপ প্রাপ্ত,

ডিপ·ইন·উর্দু ফার্স্ট ডিভিশন ফার্স্ট রেকর্ড, ষ্টাইপেন্ড প্রাপ্ত)

এম·এ·

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সল্লাল্লা-হু আলায়হি অ-সাল্লাম বলেন, তোমাদের সন্তানেরা যখন পরিষ্কার কথা বলতে শিখবে তখন তাদেরকে তোমরা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ শেখাও [১] মহানবীর এই ফরমান প্রমাণ করে যে, তাঁর অনুসারীদের শিশুশিক্ষা হবে তওহীদী তথা একত্ববাদী শিক্ষা।

শিশুদের স্মরণশক্তি বয়স্কদের তুলনায় বেশী হয়। ঐ সময় শিশুরা যা মুখস্থ করে তা তাদের মনের মণিকোঠায় পাথরের মত দাগ কাটে। যেমন মহানবী (সঃ) বলেন, শিশু ও কিশোরদের মুখস্থকরণ পাথরে দাগ কাটার মত [২]। সুতরাং এই হাদীস দ্বারাও পরোক্ষভাবে বোঝা যায় যে, শিশুদের শিশু মনে পাথরে দাগ কাটার মত যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা যেন ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা অবশ্যই হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ইতিপূর্বে বাংলাভাষী শিশুদের মানসপটে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে যে শিক্ষা পাথরের মত দাগ কেটেছে তার অধিকাংশই ছিল তওহীদ-বিরোধী শিক্ষা। তাই যারা প্রিয় নবীর (সঃ) মনোবিজ্ঞান প্রসূত উক্ত ফরমানটির প্রতি অগাধ আস্থা রাখে তারা মাতৃভাষা বাংলায় তওহীদবাদী বই রচনা করাকে ঈমানের তাগিদ মনে করে।

সুখের বিষয় যে, সম্প্রতি কিছু বই ইসলামী ভাবধারায় রচিত হয়েছে। কিন্তু ঐ বইগুলোর রচয়িতাগণ কোরআন ও হাদীসের অভিজ্ঞ আলেম নন বলে তাঁদের অজান্তে তাঁদের বইয়ে কিছু কিছু ইসলাম বিরোধী বেদআতী ভাবধারাও স্থান পেয়েছে। তাই সালাফী ভাবধারায় নতুনভাবে বই তৈরীর প্রয়োজন ও গুরুত্ব আরো বেড়েছে। ঐ প্রয়োজন ও গুরুত্বের তাগিদেই কোরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল ভাবধারায় 'সালাফী বর্ণ পরিচয়ের' প্রথম ভাগ ইতিপূর্বে প্রকাশ পেয়েছিল। যা সুধীমণ্ডলী কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। তাই এবার ঐ একই ভাবধারায় উক্ত বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ! আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা।

যে কোন পাঠ্যবইয়ে সচরাচর কোন বরাত থাকে না। কিন্তু প্রামাণ্য বরাত ছাড়া কোন বিষয়ই ইসলামে গ্রাহ্য হয় না। সেজন্য গতানুগতিক গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে এই বইয়ে সন্নিবিষ্ট প্রতিটি প্রবন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান যুগ কথ্য ও চলতি ভাষার যুগ। তাই যুগের চাহিদা অনুসারে এই বইটি কথ্যভাষায় লেখা হয়েছে। দুই বাংলার বাংলা ভাষীদের শতকরা সত্তর ভাগ লোক যে বাংলায় কথা বলে তা আরবী ফারসী সমৃদ্ধ বাংলা। যা বাঙালীর প্রাণের কবি বিপ্লবী কবি কাযী নজরুল ইসলাম ও রম্যরচনায় অনন্য বাকশৈলীর দীপালী সাইয়েদ মুজতবা আলীর ব্যবহৃত ভাষা। তাই এই বইয়ের ভাষাও অনেকটা আরবী-ফারসী সমৃদ্ধ কথ্য বাংলা।

যে সব কচিকাঁচাদের জন্য বইটি লেখা হয়েছে তারা এর দ্বারা উপকৃত হলে আমাদের মেহনত সার্থক হবে ইনশা-আল্লাহ্‌। কোন বিজ্ঞজনের নযরে বইটিতে কোন ভুল ধরা পড়লে তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধিত করে দেওয়া হবে ইন-শা আল্লাহ্‌! বইটি আরো সুন্দর ও মনোগ্রাহী করার জন্য বিদগ্ধ সমাজের সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে তাঁর মনোপুত কাজ করার তওফীক দিন—আমীন।

ইতি—
জাতির কল্যাণকামী
শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী
সভাপতি রহমানী শিক্ষা বোর্ড পঃ বঙ্গ

তারীখ ঃ—১লা জানুয়ারী ১৯৮৮
১৬ই পৌষ, ১৩৯৪
শুক্রবার

---

(১) ইবনে সুন্নীর আমালুল ইয়াওমে অললাইলাহ, ১১৩ পৃষ্ঠা (২) খাতীব বাগদাদীর আলফাকীহ অল মুতাফাককিহ ২য় খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

আল্লাহ্‌র অশেষ প্রশংসা যে, এই বইটি গুণীসমাজে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে বেশ কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছে এবং বহু তথ্য পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। এটিকে আরো চিত্তাকর্ষক করার জন্য জ্ঞানীগুণীদের নিকট সুপরামর্শের আন্তরিক আবেদন থাকলো।

ইতি—গ্রন্থকার
এস-এ-বারী

তাং—২৯ শে মে, ১৯৯২
শুক্রবার

http://islaminonesite.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

সালাফী বর্ণ পরিচয়

(২য় ভাগ)

য-ফলা=্য যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

ক+য=ক্য   চ+য=চ্য   ঠ+য=ঠ্য   ত+য=ত্য

অদ্য ঐক্য কল্য গম্য পাঠ্য ভাগ্য বিদ্যা তুল্য রৌপ্য
আঢ্য সখ্য শল্য রম্য নাট্য সাধ্য মিথ্যা মূল্য পোষ্য
অবাধ্য আরোগ্য বৈষম্য আতিশয্য অব্যাহৃতি
অসভ্য মানিক্য নৈকট্য আপ্যায়িত আবশ্যক

অদ্য পাঠ্য বই পড়। রম্য নাট্য দেখা কি ভাল? বিদ্যার তুল্য নেই কোন ধন। সাধ্যমত সবাইকে করবে আপ্যায়ন। অত্যাচারীকে অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। তাহলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে। যে বড়দের মান্য করে না সে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। ইসলাম কখনো মিথ্যা ও বৈষম্য চায় না। মা-বাপের অবাধ্য হলে দোযখে যাবে। পুণ্য ও নেকীর কাজে অন্যকে সাহায্য করবে।

যার আছে বিদ্যা আর সত্য ব্যবহার,
সেই ধন্য মান্য গণ্য বরেণ্য সবাকার।

http://islaminonesite.wordpress.com

র—ফলা—্র যোগে শব্দ ও বাক্য গঠন

ক+র=ক্র   গ+র=গ্র   ত+র=ত্র   প+র=প্র

অগ্র নম্র যত্র শ্রম ঘ্রাণ গ্রাম ছিদ্র ত্রাস ক্রোধ
চক্র ভদ্র তত্র ব্রত প্রাণ ট্রাম শীঘ্র স্রাব স্রোত

নম্র ও ভদ্র সবারই প্রিয়। দরিদ্র ও আশ্রিত দয়ার পাত্র। সর্বদা আল্লাহ্রই আশ্রয় চাও। শ্রমিকের প্রাপ্য তার ঘাম শুকোবার আগেই মিটিয়ে দাও। সবরকম প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। যত্রতত্র প্রস্রাব করা শরীআতে মানা। পরিশ্রমী কখনো ম্রিয়মান হয় না। ছাত্রদের একমাত্র ব্রত পড়াশোনা।

ক্রোধে মাথা গরম ক্রোধ কর পরিহার,
সকলের সাথে কর নম্র ব্যবহার।
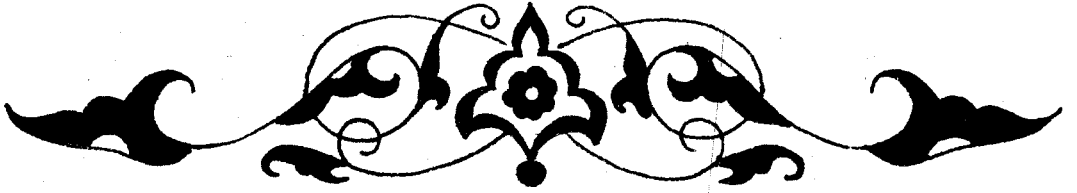
রেফ ফলা— ´ যোগ

ক+´=র্ক   খ+´=র্খ   চ+´=র্চ   ন+´=র্ন

অর্থ কর্ম কর্ণ খর্ব দর্প তর্ক দীর্ঘ মুর্খ চর্চা
অর্ধ ধর্ম বর্ণ গর্ব সর্প হর্ষ শীর্ণ ধূর্ত মূর্ছা
অর্জন কর্দম অর্চনা নির্ভর আকর্ষণ নির্ধারিত আর্তনাদ
দর্শন দূর্গম মূর্ছনা উর্বর অর্ধাশন নির্বাপিত আশীর্বাদ

অর্থ কখনো অনর্থের মূল হয়। ইসলাম সবাইকে ধর্ম ও কর্ম দুইই শেখায়। কর্ম বিমুখ কারো আশীর্বাদ পায় না। অযথা তর্ক খর্ব করে দর্প। মূর্খরা গর্ব করে। ধার্মিকেরা দুঃখীর আর্তনাদে কর্ণপাত করে। যারা খোদার উপর সর্বদা নির্ভর করে তারা নির্ভয়ে থাকে। কর্কশ ভাষীকে কেউ ভালবাসে না। কাউকে কুপরামর্শ দিওনা। কুচক্রীদের সংসর্গে যেওনা। হযরত মুসা আলায়হিস সালাম তূর পর্বতে মূর্ছা যান। পর্দা নারীর ভূষণ।

মূর্খের সংসর্গে হয় মানীর মান হ্রাস,
কুলোকের পরামর্শে তার ঘটে সর্বনাশ।

http://islaminonesite.wordpress.com

ল—ফলা যোগ—্ল

ক+ল=ক্ল গ+ল=গ্ল ম+ল=ম্ল ল+ল=ল্ল শ+ল=শ্ল

অম্ল ক্লেশ গ্লানি ক্লাব শ্লাঘা পল্লব কল্লোল অশ্লীল প্রফুল্ল
শুক্ল শ্লেষ ম্লান শ্লোক প্লীহা বিপ্লব প্লাবন ভল্লুক আহ্লাদ

অম্ল খুবই টক। শুক্ল সাদা ধবধব। নিজের শ্লাঘা করা বড় দোষ। এটা কি বেদের শ্লোক? মুসলিম সেই হয়, যে কাউকে হাত ও মুখ দিয়ে ক্লেশ না দেয়। কারো প্রতি শ্লেষ বাক্য উচিত নয়। ঐ ক্লীব লোকটির প্লীহা বড়। নূহের প্লাবনে সবাই ডুবে ছিল। নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ হতে নামাযীকে বিরত রাখে। বাংলার পল্লীগুলো লতাপল্লবে ঢাকা থাকে। সমাজের কল্যাণকামীদের নানারকম ভর্ৎসনা অম্লানবদনে সহ্য করতে হয়। আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল। রসূলুল্লাহ্র পথে চল।

করিও না কারো গ্লানি পরের অহিত।
হইও না কারো দুঃখে কভু আহ্লাদিত।

ব—ফলা যোগ—্ব

ক+ব=ক্ব জ+ব=জ্ব ত+ব=ত্ব শ+ব=শ্ব স+ব=স্ব

অশ্ব জ্বর দ্বেষ দ্বীপ ধ্বনি মমত্ব স্বভাব নশ্বর আশ্বাস
বিশ্ব স্বর শ্বেত দ্বিজ সাধ্বী রাজত্ব আস্বাদ গহ্বর বিশ্বাস
অন্বেষণ পরিপক্ক অস্বীকার
আহ্বান বিহ্বল দিগ্বিদিক

শেষ নবী বিশ্ব নবী। ঐ শোন অশ্বের পদধ্বনি। জ্বর হলে পাপ ঝরে। কুরআন পড় মধুর স্বরে। বিদ্বেষ পরায়ন দ্বেষের আগুনে জ্বলে। ফিলিপাইন দ্বীপে শ্বেত ভল্লুক থাকে। হযরত ফাতেমা সতী ও সাধ্বী নারী। নিঃশ্বাসে নেই বিশ্বাস। মমত্ব বোধ ভাল স্বভাব। সারা বিশ্বে একমাত্র আল্লাহ্রই রাজত্ব। এই নশ্বর জগতে পরকালের পাথেয় অন্বেষণ কর। দুঃখে ও শোকে বিহ্বল না হয়ে ধৈর্যধারণ কর। অপরাধ কখনো অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে দ্বিধান্বিত হবে না।

খলের আশ্বাস বাক্যে যে করে বিশ্বাস,
অতি শীঘ্র দেখিবে সে নিজের বিনাশ।

http://islaminonesite.wordpress.com

ম—ফলা যোগ—ম

ক+ম=ক্ম গ+ম=গ্ম ত+ম=ত্ম ন+ম=ন্ম স+ম=স্ম

ছদ্ম ভস্ম গুল্ম রশ্মি শশ্মান বিস্ময় সম্মত উন্মাদ
পদ্ম উষ্ম জন্ম বাগ্মী সম্মান মৃন্ময় উন্মত স্মরণ
অকস্মাৎ ছদ্মবেশ
আকস্মিক উন্মীলিত

আল্লাহ্‌র শেষ রসূলের নাম হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লা-হু আলায়হি অসাল্লাম। তাঁর জন্ম সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে। তাঁর বিরোধীরা তাঁকে 'উন্মাদ' বলতো। তারা তাঁর উপরে অকস্মাৎ আক্রমণ করতো। তিনি মুহূর্তের জন্যও রাগে উন্মত্ত হতেন না। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌ ছিলেন অতুলনীয় বাগ্মী। বিস্ময়কর ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। যে বড়র সম্মান করে না তাকে মুসলমান বলা যায় না। ভস্ম গাদায় কখনো পদ্ম ও গুল্ম দেখা যায়। যত্রতত্র উষ্মা প্রকাশ বদ অভ্যাস। কতিপয় লেখক ছদ্মনামেও সম্মানিত। আমরা সবাই শেষনবীর উম্মত।

গুণহীন ও বিদ্যাহীন না পায় সম্মান,
চক্ষু উন্মীলিত করলে পাইবে প্রমাণ।

ন—ফলা যোগ—ন

গ+ন=গ্ন ঘ+ন=ঘ্ন ন+ন=ন্ন ম+ন=ম্ন হ+ন=হ্ন

ভগ্ন যত্ন অন্ন অগ্নি স্বপ্ন রুগ্ন নিম্ন
মগ্ন রত্ন তন্ন বহ্নি প্রশ্ন বিঘ্ন ভিন্ন
প্রসন্ন আসন্ন কৃতঘ্ন আহ্নিক
মধ্যাহ্ন বিপন্ন অবসন্ন আগ্নেয়

আল্লাহ্‌র করুণা বিশ্বাসীদের ভগ্ন মনোরথ করে না। সর্বদা দুনিয়াদারীতে মগ্ন থাকবে না। ভূখাকে অন্ন দিলে নেকী পাবে। জাহান্নামের অগ্নির তাপ দুনিয়ার বহ্নি থেকে হাজার হাজার গুণ বেশী। রুগ্নকে দেখতে গেলে পুণ্যের ভাগীদার হবে। বিপন্নের সেবাযত্নে অবসন্নবোধ করবে না। তাহলে আল্লাহ্ তাআলা প্রসন্ন হবেন। মাতৃস্নেহের তুলনা হয় না। যে জন মানুষের কৃতঘ্ন, সে আল্লাহ্‌রও গুণ গায় না।

http://islaminonesite.wordpress.com

ভাল কাজে বাধা বিঘ্ন পদে পদে হয়,
মগ্ন থাকিলে তাতে রত্ন পাওয়া যায়।

ণ—ফলা যোগ—ণ

ণ+ণ=ণ্ণ   ষ+ণ=ষ্ণ   হ+ণ=হ্ণ

কৃষ্ণ   তৃষ্ণা   বিষণ্ণ
উষ্ণ   সহিষ্ণু   অপরাহ্ণ

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কৃষ্ণবর্ণের উপর শ্বেতবর্ণের লোকদের কোন প্রাধান্যই নেই। হিজরতের সময় মদীনার লোকেরা নবীজিকে উষ্ণ সম্মান জানান। একজন পাপী নারী একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরের তৃষ্ণা নিবারণ করে স্বর্গের সুসংবাদ পান। কারো সাথে বিষণ্ণ নয় বরং প্রসন্ন বদনে মিশলে একটি সদাকার নেকী পাওয়া যায়। অপরাহ্নে আসরের নামাযের সময় হয়।

তৃষ্ণা দূর করা অতি পুণ্যের কাজ
নামাযে বাড়ায় নেকী উষ্ণীষ-সাজ।

দুই অক্ষর যোগে শব্দ ও বাক্য গঠণ

ক+ক=ক্ক   ক+ত=ক্ত

অক্কা ধাক্কা টক্কর অক্ত ভক্ত তিক্ত ত্যক্ত বক্তা বিরক্তি
মক্কা পাক্কা চক্কর রক্ত শক্ত রিক্ত সিক্ত তক্তা কটুক্তি

ঘর চাপা পড়ে অক্কা পেলে শহীদের নেকী পাওয়া যায়। পরকালে অবিশ্বাসীরাই এতীমকে ধাক্কা মেরে তাড়ায়। সাহাবীদের ঈমান ছিল পাক্কা। মুসলমানদের পবিত্রধাম মক্কা। কাবা ঘরের চারদিকে চক্কর দেওয়াকে তওয়াফ বলা হয়। টাইটনিক জাহাজ টক্কর খেয়ে ধ্বংস হয়।

দৈনিক নামায পাঁচ অক্ত। বৃথা যায় না কভু শহীদের রক্ত। সত্য সর্বদা হয় তিক্ত। প্রত্যেক মুসলমানই নবীজির ভক্ত। রিক্তগণ বারংবার উত্যক্ত করলেও বিরক্ত হবে না। কটুক্তি করে তিক্ততা বাড়াবে না। একমাত্র বিধাতা আমাদের শক্তিদাতা। আল্লামা ইবনুল জওযী ছিলেন হৃদয়গ্রাহী বক্তা। শ্রোতাদের মন সিক্ত করতো তাঁর বক্তৃতা।

পাঁচ অক্ত নামায পড়ে না যে ব্যক্তি,
নরকাগ্নি থেকে পাবে সে কি মুক্তি?

http://islaminonesite.wordpress.com

ক+ষ=ক্ষ যোগে শব্দ ও বাক্য গঠণ

কক্ষ রুক্ষ শিক্ষা ভিক্ষা ক্ষমা ক্ষণ পরীক্ষা রক্ষক প্রত্যক্ষ
লক্ষ ক্ষুদ্র দীক্ষা রক্ষা ক্ষুধা ক্ষুণ্ণ নিরীক্ষা ভক্ষক পরোক্ষ
লক্ষণ ভক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ অন্তরীক্ষ

লক্ষ লক্ষ গ্রহ উপগ্রহ অন্তরীক্ষে নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীও সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র রক্ষাবেক্ষণে রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর শিক্ষাদীক্ষা ফরয। ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান ঈমানের লক্ষণ। রাক্ষসের মত অধিক ভক্ষণ বেইমানের নিদর্শন। পারতপক্ষে ভিক্ষা করা শরীআতে মানা। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও কারো ক্ষতি করবে না। তাহলে ক্ষমাশীল আল্লাহর করুণা পাবেনা। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে রক্ষা?
আপদ বিপদে হয় শত্রু মিত্রের পরীক্ষা।

● গ+ধ=গ্ধ দ+ধ=দ্ধ ন+ধ=ন্ধ ব+ধ=ব্ধ যোগ ●

দগ্ধ দুগ্ধ বদ্ধ যুদ্ধ বুদ্ধি অন্ধ বন্ধু সন্ধি লব্ধ আরব্ধ
বিদগ্ধ মুগ্ধ বৃদ্ধ শুদ্ধ শ্রদ্ধা বন্ধ সিন্ধু সুগন্ধি লুব্ধ প্রলুব্ধ

নবীজীর দুগ্ধমাতার নাম হালিমা। ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন এশিয়া মহাদেশের এক বিগদ্ধ প্রতিভা। জাহান্নামীরা নরকের আগুনে দগ্ধীভুত হবে। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্‌র কথা শুনতেন মুগ্ধ হোয়ে।

বদ্ধ পানিতে পেশাব ও পায়খানা করা মানা। বৃদ্ধ পাবার যোগ্য সবারই করুণা। ইসলামী যুদ্ধের অপর নাম জিহাদ। শুদ্ধ বুদ্ধ মনে আল্লাহ্‌র নিকট কর ফরিয়াদ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে অনেকে।

অন্ধকে পথ দেখাও। বন্ধ দরজা সবার জন্য খুলে দাও। আল্লাহ মুমিনের বন্ধু। পাকিস্তানের একটি প্রদেশের নাম সিন্ধু। মক্কা জয়ের একটি কারণ হোদায়বিয়ার সন্ধি। মহানবীর প্রিয় জিনিষ ছিল সুগন্ধি।

বিনা পরিশ্রমে লব্ধধন উড়িয়ে দিও না। সৎলোকের আরব্ধ কাজে তা ব্যয় কর। পরের ধনদৌলতে প্রলুব্ধ হবে না।

বুদ্ধি নাই যার তারে শাস্ত্র কি করিবে?
অন্ধরে দর্পণ দিলে লাভ কি হইবে?

http://islaminonesite.wordpress.com

ঙ+ক=ঙ্ক ঙ+খ=ঙ্খ ঙ+গ=ঙ্গ—এর সংযোগ

অঙ্ক ডঙ্কা কলঙ্ক অঙ্কুর শঙ্খ আকাঙ্খা অঙ্গ সঙ্গ সঙ্ঘ
পঙ্ক শঙ্কা পালঙ্ক কঙ্কাল পুঙ্খানুপুঙ্খ শৃঙ্খলা ভঙ্গ পূর্ণাঙ্গ লঙ্ঘন

অঙ্ক শেখো। পঙ্ক থেকে বেঁচে থাকো। ঐ বাজছে বিজয় ডঙ্কা। আল্লাহ্‌র বন্ধুদের নেই কোন শঙ্কা। মীরজাফর জাতির কলঙ্ক। জান্নাতে থাকবে উঁচু উঁচু পালঙ্ক। অহঙ্কার আল্লাহ্‌কেও করে ভয়ঙ্কর। শিক্ষা বড় অলঙ্কার।

হিন্দুরা বাজায় শঙ্খ। হাশরের মাঠে বিচার হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ। শৃঙ্খলা ঈমানের অঙ্গ। সবাইকেই করতে হবে দোযখের আশঙ্কা এবং বেহেশতের আকাঙ্খা।

কেয়ামতের মাঠে সাক্ষ্য দেবে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ১৯০৫ সালে হয় বঙ্গভঙ্গ। সৎসঙ্গে চরিত্র গঠন হয়। জঙ্গলেও মঙ্গল পাওয়া যায়। কুসঙ্গীত কপটতার জন্ম দেয়। যে করে অঙ্গীকার ভঙ্গ তার ঈমান নয় পূর্ণাঙ্গ। জলের তরঙ্গে নৌকা ডোবে। ধনের তরঙ্গে পরকাল ডোবে।

আরবী জমঈয়ত শব্দের অর্থ সঙ্ঘ। সীমা লঙ্ঘনকারী আল্লাহ্‌র অপ্রিয়।

চরিত্রহীন বৃদ্ধ আর বখীল, অহঙ্কারী,
ভয়ঙ্কর হন এদের প্রতি আল্লা-পাক-বারী।
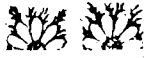
চ+চ=চ্চ চ+ছ=চ্ছ চ+ঞ=চ্ঞ

উচ্চ বাচ্চা উচ্চারণ গুচ্ছ আচ্ছা বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্ন যাচ্ঞা
বাচ্চ কাচ্চা সচ্চরিত্র তুচ্ছ ইচ্ছা পরিচ্ছেদ পরিছন্ন

দোষী ব্যক্তি বিচারকের সামনে উচ্চবাচ্চ করতে পারে না। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অভাবীদের সংসার অনেক সময় চলে না। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণ ভালভাবে শেখ। সচ্চরিত্র সবারই প্রিয়।

মহাকবি ইকবালের কবিতাগুচ্ছ ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ। কাউকে ভাববে না হেয় ও তুচ্ছ। আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে তার ইচ্ছামত চলতে বল। কারো সাথে বিচ্ছেদ মোটেই নয় ভাল। বিচ্ছিন্নবাদীরা দেশের বৈরী। এই বইটিতে পরিচ্ছেদ কয়টি? পরিচ্ছন্ন কাজ-কাম সবাই চায়। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই নিকটে যাচ্ঞা করা চাই।

যাচ্ঞা করিতে গেলে মান থাকে কিসে?
মানুষ তুচ্ছ হয় নিজ কর্ম দোষে।

http://islaminonesite.wordpress.com

জ+জ=জ্জ   জ+ঝ=জ্ঝ   জ+ঞ=জ্ঞ

লজ্জা সজ্জা সজ্জন অজ্ঞ আজ্ঞা জিজ্ঞাসা অজ্ঞান
মজ্জা রজ্জু কুজ্ঝটিকা বিজ্ঞ সংজ্ঞা প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞান

লজ্জা নারীর সজ্জা। মানুষের মজ্জাগত স্বভাব বদলায় না। কেবল সাজসজ্জায় ডুবে থেকো না। আল্লাহ্র রজ্জু মযবুত কোরে ধর। সজ্জন ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকো। কুজ্ঝটিকায় যাত্রা বন্ধ রেখো।

ইসলাম অজ্ঞতা মোটেই চায় না। তাই তুমি কখনো অজ্ঞ থেকো না। পড়াশোনা করে বিজ্ঞ হও। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। জিজ্ঞাসা না করা অজ্ঞতার পরিচয়। ঈমানের সংজ্ঞা জান? আল্লাহ্র আজ্ঞা মান। বিজ্ঞানের সাফল্যে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ হও। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সফল হও।

জ্ঞানী আর মূর্খ হয় কি সমান?
যে বলে সমান সে বড় অজ্ঞান।

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ঞ+চ=ঞ্চ   ঞ+ছ=ঞ্ছ   ঞ+জ=ঞ্জ   ঞ+ঝ=ঞ্ঝ

অঞ্চল সঞ্চয় বঞ্চিত বাঞ্ছা লাঞ্ছনা খঞ্জ খঞ্জর গঞ্জনা ঝঞ্ঝা
চঞ্চল সঞ্চার পঞ্চম বাঞ্ছিত লাঞ্ছিত গঞ্জ জিঞ্জির ভঞ্জন পঞ্জিকা

গোয়া ভারতের অঞ্চল। নেকীর কাজে সর্বদা হও চঞ্চল। পুণ্য সঞ্চয় করা সকলেরই কর্তব্য। কোন প্রার্থীই যেন হয় না বঞ্চিত। শত্রুর ভয়ে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

কাফেরদের মনোবাঞ্ছা পরকালে পূর্ণ হবে না। তারা হাশরের মাঠে লাঞ্ছিত হবে। তাদেরকে ফেরেশ্তারা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দেবে। এরই বিপরীত মুমিনগণ তাদের বাঞ্ছিত সম্মান পাবে।

আল্লামা যামাখ্শারী ছিলেন খঞ্জ। জামালগঞ্জ বগুড়া জেলার এক বিখ্যাত গঞ্জ। মাওলানা নিয়ামাতুল্লার একটি বইয়ের নাম ধোকাভঞ্জন। খঞ্জর জিহাদের উপকরণ। জাহান্নামীদেরকে সত্তর গজ জিঞ্জিরে বাঁধা হবে। রোযা ও ঈদের ব্যাপারে পঞ্জিকার উপর ভরসা করা যাবে না। তুমুল ঝঞ্ঝার সময় এই দোআ পড় ঃ আল্লা-হুম্মা লা-তাক্তুলনা বিগাযা-বিকা অলা তুহলিক্না বি-আযা-বিকা অআ-ফিনা কাব্লা যা-লিকা।

পরহিতের বাঞ্ছা জাগে যাঁর মনে
বাঞ্ছিত হন সেইজন এই ভুবনে।

http://islaminonesite.wordpress.com

ট+ট=ট্ট ণ+ট=ণ্ট ণ+ঠ=ণ্ঠ ণ+ড=ণ্ড

অট্ট	ঠাট্টা	কণ্টক	লণ্ঠন	খণ্ড	ভণ্ড	চণ্ডাল	পণ্ডিত
ছোট্ট	কট্টর	ঘণ্ট	কুণ্ঠিত	পণ্ড	কাণ্ড	গণ্ডার	খণ্ডিত
পাট্টা	অট্টালিকা	বণ্টন	লুণ্ঠিত	দণ্ড	ভাণ্ড	ভাণ্ডার	পাষণ্ড

কাবা ঘরটি খুব ছোট্ট। আলহামরা বিরাট অট্টালিকা। খাঁটি মুসলমান ইসলামের কট্টর সমর্থক। মুমিনদের পক্ষে ঠাট্টা অনর্থক। গোলাপ কণ্টকে ঘেরা। কোন কিছু বণ্টনে মোটেই উচিত নয় বেইমানী করা।

কারী আবদুল বাসেতের কণ্ঠ সবাইকে করে মুগ্ধ। লণ্ঠন ধরিয়ে পড়াশোনা করতে হবে না কুণ্ঠিত। গণীমতের মাল জিহাদে পাওয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য।

১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারত দুই খণ্ডে খণ্ডিত হয়। ভণ্ডকে দণ্ড না দেওয়া অন্যায়। চণ্ডাল থাকে শশ্মান ডাঙ্গায়। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। গণ্ডার কি নিরীহ জীব? পাষণ্ডদের কাণ্ড কখনো অমানুষিক হয়। শয়তান যত গণ্ডগোল বাধায়।

শতশত গণ্ড মূর্খ হইতে
একজন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ এ জগতে।

ড+ড=ড্ড ত+ত=ত্ত ত+থ=ত্থ

আড্ডা	উড্ডীন	সত্ত	সত্তা	উত্তর	উত্তম	বৃত্তি	নিবৃত্ত	উত্থান
মাড্ডা	গড্ডলিকা	মত্ত	দত্তা	সত্তর	উত্তীর্ণ	আপত্তি	উত্তেজনা	উত্থাপন

আড্ডাবাজরা পরিণত হয় ফাঁকিবাজে। বড্ডবেশী ঝামেলা হয়নি মাড্ডার বাহাসে। ভারতে উমাইয়া খেলাফতের পতাকা উড্ডীন হয় একানব্বই হিজরীতে। প্রকৃত মুসলমান গা ভাসাতে পারে না গড্ডলিকা প্রবাহে।

কেবল আল্লাহ্‌র প্রেমেই হও মত্ত। তাঁর সত্তা বিরাজমান সর্ব্বত্র। রসূলুল্লাহ (সঃ) দৈনিক সত্তরবার আল্লাহ্‌র ক্ষমা চাইতেন। পরীক্ষার উত্তর ঠিক ঠিক দিতে পারলে উত্তীর্ণ হবে। মেধাবী ছাত্ররাই বৃত্তি পায়। ভাল কাজে কখনো আপত্তি করবে না। তেমনি উত্তেজনা নিবৃত্তিকরণে পিছপাও হবে না। জ্বরের তাপ জাহান্নামেরই আংশিক উত্তাপ।

উত্থানের পর পতন স্বাভাবিক। আজে বাজে প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অনুচিত।

ভাবিয়া দিবে তুমি কথার উত্তর।
মাফ কর দোষীকে বারেতে সত্তর।

http://islaminonesite.wordpress.com

●● দ+গ=দগ দ+ঘ=দঘ দ+দ=দ্দ দ+ভ=দ্ভ ●●

মুদগর উদঘাটন খদ্দর উদ্দেশ্য সদ্ভাব অদ্ভূত
উদগার উদঘাটিত খরিদ্দার উদ্দীপনা উদ্ভব উদ্ভিদ

গামা পালোয়ান মুদগর ঘোরাতেন। গান্ধীজী খদ্দর পরতেন। ১৯৮৪ সালের ১৯শে আগষ্ট জামেআ রহমানিয়ার দ্বার উদঘাটিত হয়। খরিদ্দারকে যে ঠকায় সে মুসলমান দলভুক্ত নয়। উদ্দেশ্য সাধনে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকা চাই। সবারই সাথে রাখবে সদ্ভাব। তাহলে খারাপ পরিবেশের হবে না উদ্ভব। বিস্ময়কর প্রতিভা আল্লামা জাহিয দেখতে ছিলেন অদ্ভূত। মোকাদ্দমাবাজি মামলাবাজদের কারসাজি। আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী মুসলিম জাহানের গৌরবের দীপালী।

জ্ঞাতিদের সাথে যার থাকে সদ্ভাব,
উদ্ভব হয়না সেথায় বৈরীভাব।

●● ধ+ন=ধ্ন ন+ত=ন্ত ন+থ=ন্থ ন+দ=ন্দ ●●

গৃধ্নু দন্ত শান্ত হন্তা চলন্ত মন্তব্য গ্রন্থ পন্থা অন্দর আনন্দ চন্দন
কিন্তু সন্ত ভ্রান্ত চিন্তা ফুটন্ত গন্তব্য পান্থ গ্রন্থি সুন্দর সন্দেহ বন্দনা

অনেক ধনকুবেরই অর্থগৃধ্নু। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নামকরা সন্ত। সকালেই মাজা উচিত দন্ত। কখনো হবে না বিভ্রান্ত। নাথুরাম গান্ধীজির হন্তা। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেককেই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। দোযখীদের ফুটন্ত পানি খেতে দেওয়া হবে। চলন্ত গাড়ীতে চড়বে না। পড়ে গেলে হাত পায়ের গ্রন্থিতে চোট লাগতে পারে।

এই দুনিয়া পান্থশালার মত। এখানে সঠিক পন্থার খোঁজ কর। সেজন্য মহাগ্রন্থ আল্‌কুরআন মন্থন কর। তাহলে সবরকম সন্দেহ দূর হবে। আর ইহকালে ও পরকালে আনন্দ পাবে। অন্দর মহলে গলা খাঁ খাঁ না দিয়ে যেতে মানা। একমাত্র আল্লাহ্‌রই যাবতীয় বন্দনা।

সুমধুর রবে হয় কোকিল সুন্দর,
কুৎসিত নরে করে বিদ্যায় সুন্দর।

http://islaminonesite.wordpress.com

প+ত=প্ত প+প=প্প প+ন=প্ন

তপ্ত	লিপ্ত	তৃপ্তি	লুপ্ত	খাপ্পা	খপ্পর
সপ্ত	ক্ষিপ্ত	দ্বীপ্তি	সুপ্ত	ধাপ্পা	স্বপ্ন

মুশরিকরা হযরত বেলালকে তপ্ত বালুতে শয়ন করাতো। কখনো তারা কোন ক্ষিপ্ত ঘোড়ার পায়ে তাঁকে বেঁধে দিত। সাতদিনে এক সপ্তাহ হয়। সুযোগ পেলেই আল্লাহ্র যিক্রে লিপ্ত হও। তাহলে মনের তৃপ্তি পাবে। নামাযীর অযুর অঙ্গগুলো কিয়ামতের মাঠে দ্বীপ্তিময় হবে।

কাফেররা মুমিনদের উপর খুবই খাপ্পা। তারা সর্ব্বদা আল্লাহ্র বান্দাদের দিতে চায় ধাপ্পা। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। সত্য স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের একাংশ।

তৌহীদবাদী শির্কের প্রতি হয় চরম খাপ্পা,
পরকালে অবিশ্বাসী মানুষকে দেয় ধাপ্পা।

ব+জ=ব্জ ব+দ=ব্দ

কুব্জ	কব্জি	অব্দ	শব্দ
ন্যুব্জ	শব্জি	জব্দ	শতাব্দী
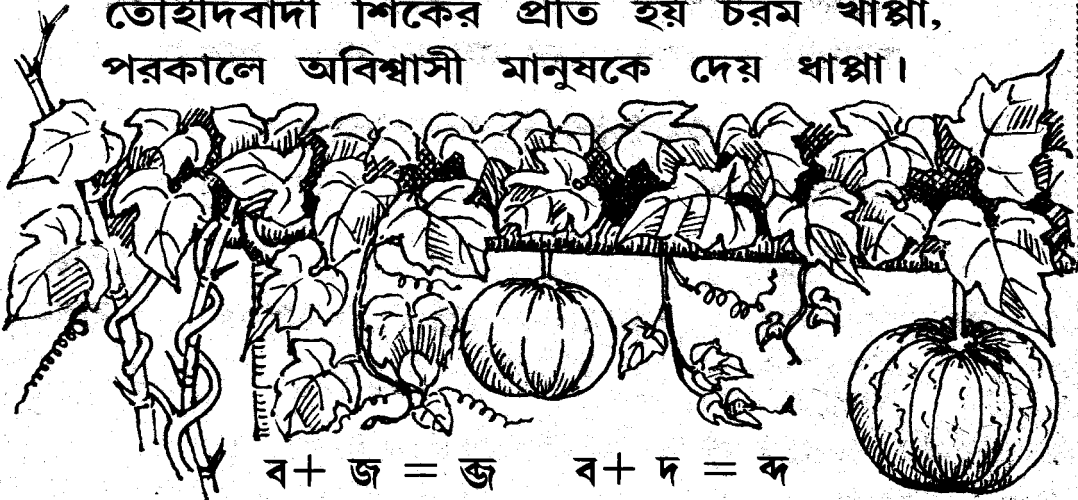
কুব্জ দেখে হাসাহাসি করবে না। আল্লাহ্ তোমাকেও ন্যুব্জ করে দিতে পারেন। তায়াম্মুমে হাত মাসাহ হবে কব্জি পর্যন্ত। শাক-সব্জি খেলে পেট ভাল থাকে। বঙ্গ অব্দকে বঙ্গাব্দ বলা হয়। কাউকে জব্দ করলে নিজেও জব্দ হতে হয়। শব্দ চয়ন ভাল করে শিখবে। আল্লাহ্ তাআলা মুজাদ্দিদ পাঠান প্রত্যেক শতাব্দীতে।

কব্জির জোর শুধু সব্জিতে হয় না,
কুব্জ ও ন্যুব্জকে ঠাট্টা করা যায় না।

http://islaminonesite.wordpress.com

ম + প = ম্প   ম + ফ = ম্ফ   ম + ব = ম্ব   ম + ভ = ম্ভ

কম্প সম্পত্তি সম্পদ লম্ফ অম্বু কলম্ব কম্বল দম্ভ গম্ভীর
ঝম্প দম্পতি সম্পন্ন গুম্ফ বিম্ব বিলম্ব সম্বোধন আরম্ভ কুম্ভীর

যমীনের কাঁপকে ভূমিকম্প বলা হয়। যত্রতত্র ঝম্প দেওয়া ভাল নয়। বিষয়-সম্পত্তির লোভে অনেক দম্পতি ধ্বংস হয়। কোন কাজে খুব বেশী লম্ফ-ঝম্প ঠিক নয়। ধন-সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষার উপাদান।

কলোম্ব নাম একটি শহরের। শুভকাজে বিলম্ব কিসের? কম্বল শীতকালের অম্বর। প্রত্যেককে শ্রেণীমত সম্বোধন কর।

দম্ভ করলে আল্লাহ্ নারায হন। সব কাজের আরম্ভে বিসমিল্লাহ বল। কুম্ভীরের মত গম্ভীর হয়ে থাকবে না।

অধিক সম্পদে মানুষ আল্লাহ ভুলে যায়,
সম্পত্তির দম্ভে তার মাথা ঘুরে যায়।

ল + ক = ল্ক   ল + গ = ল্গ   ল + প = ল্প

শুল্ক উল্কা বল্গা অল্প গল্প তল্পি
সিল্ক কল্কে ফাল্গুন স্বল্প প্রকল্প কল্পনা

বিদেশী সিল্কে শুল্ক লাগে। উল্কাপাত দেখে কারো বুক কাঁপে। গাঁজার কল্কে ছুঁড়ে ফেল। ফাল্গুন মাসে বল্গাহরিণ শিকার কি ভাল? কিছু তপস্বী বল্কল পরেন।

গল্প অল্পে হয় না। যার তার তল্পিবাহক হবে না। ফারাক্কা প্রকল্প স্বল্পে হয় নি। বিনা পরিশ্রমে সাফল্য কল্পনা করা যায় না।

শয়তান মারা হয় উল্কাপাতে,
সময়ের অপচয় গাল গল্পেতে।

http://islaminonesite.wordpress.com
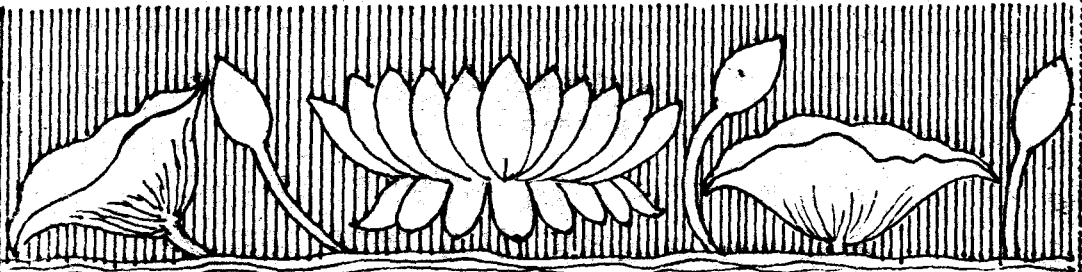
●●●●●● শ+চ=শ্চ   শ+ছ=শ্ছ ●●●●●●

নিশ্চয়	পশ্চাৎ	বৃশ্চিক	শিরচ্ছেদ
নিশ্চিন্ত	পশ্চিম	দুশ্চিন্তা	দুশ্ছেদ্য

নিশ্চয় আল্লাহ করুণাময়। মুমিন সদা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। আমাদের কেব্লা পশ্চিম দিকে। নামায ছেড়ে বৃশ্চিক মারার হুকুম আছে। দুশ্চিন্তা অনবরত বাড়ায় চিন্তা। বিনা দোষে খুনীর সাজা শিরচ্ছেদ।

অগ্র পশ্চাৎ ভেবে কর কাজ,
নিশ্চয় পাইবে না তুমি কোন লাজ।

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

ষ+ক=ষ্ক   ষ+ট=ষ্ট   ষ+ঠ=ষ্ঠ   ষ+প=ষ্প
ষ+ফ=ষ্ফ

শুষ্ক	আবিষ্কার	অষ্ট	নষ্ট	দৃষ্টি	মিষ্ট	শ্রেষ্ঠ	পাপিষ্ঠ	পুষ্প
নিষ্কৃতি	পরিষ্কার	কষ্ট	দুষ্ট	সৃষ্টি	অদৃষ্ট	জ্যৈষ্ঠ	একনিষ্ঠ	নিষ্পাপ

অলি দরবেশগণ শুষ্ক রুটি খান। পার্থিব সুখ থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি চান। পবিত্রতা এবং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেকাংশ। অ্যালজেবরা মুসলিম মনিষী আলজাবেরের সৃষ্টি। কষ্টের ফল মিষ্ট হয়। দুষ্টরাই সব নষ্টের মূল। দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিকর্তার বিশেষ অবদান। মিষ্টভাষীকে সবাই ভালবাসে। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি আল্লাহ্‌র গযবে আসে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে অলসরাই বসে থাকে।

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমপাকার মাস জ্যৈষ্ঠ। মুশরিকগণ বড়ই পাপিষ্ঠ। আল্লাহ্‌কে ডাকতে হতে হবে একনিষ্ঠ। ফেরআওন ছিলেন অতি নিষ্ঠুর। যার হজ্জ কবুল হয় তিনি নিষ্পাপ হোয়ে যান। পুষ্পের মত কোমল হবার চেষ্টা কর।

বলিবে সবার সাথে সুমিষ্ট বচন,
মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয় সর্বসাধারণ।

http://islaminonesite.wordpress.com

স+ক=স্ক স+খ=স্খ স+ট=স্ট স+ত=স্ত

তস্কর	পুরস্কার	স্খলন	মাষ্টার	ষ্টেশন	মস্ত	বিস্তার	আস্তিক
ভাস্কর	তিরস্কার	পদস্খলন	ষ্টীমার	ষ্টেডিয়াম	হস্ত	নিস্তার	নাস্তিক

ভাস্কর উদিত হয় পূর্বদিকে। তস্কররা ঘৃণিত সবারই নিকটে। তুরস্ক একটি মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার। দোযখীরা পাবে কেবলই লাঞ্ছনা ও তিরস্কার। মহান ব্যক্তিদের পদস্খলন খুব কমই ঘটে।

মাষ্টার সাহেবগণ শ্রদ্ধার পাত্র। পদ্মা ও মেঘনায় স্টীমার চলে অবিরত। ব্লাডিভোস্টক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেল স্টেশন। এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়াম কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

হস্তী মস্ত বড় প্রাণী। নাস্তিকরা নাস্তিক্যবাদ বিস্তারে খুবই সক্রিয়। আস্তিকগণ ধর্মীয় কাজে দানধ্যান করতে মুক্ত হস্ত। কবরের আযাব থেকে কারো নিস্তার নেই।

তস্করের প্রাপ্য কেবলই তিরস্কার,
নিবেদিত মাষ্টার পেতে পারে পুরস্কার।

স+হ=স্হ স+প=স্প স+ফ=স্ফ

সুস্থ	আস্থা	স্থান	অস্থির	স্পর্শ	স্পর্ধা
স্বাস্থ্য	অস্থি	স্থাপন	উপস্থিত	স্পষ্ট	স্কন্ধ

পরস্পর	স্ফীত	আস্ফালন
অস্পৃশ্য	বিস্ফারিত	স্ফটিক

ভোরে উত্থান স্বাস্থ্য ভাল থাকার কারণ। অসুখের আগে সুস্থ শরীরে যত পার আল্লাহ্র ইবাদত কর। একমাত্র আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা রাখ। মক্কাশরীফ প্রিয়নবীর জন্মস্থান।১৯৮৪ সালের ২৫শে মার্চ জামেআ রহমানিয়া ধুলিয়ানের ভিত্তিস্থাপন হয়। ঐ সম্মেলনে প্রায় আড়াই লাখ লোক উপস্থিত হয়েছিল। অস্থিরচিত্ত সব কাজেই ব্যর্থ।

হারামখোররাই ফুলে ফেঁপে স্ফীত হয়। কোনরূপ আস্ফালনই ভাল নয়। মক্কাবিজয়ের দিন মহানবীর অতুলনীয় ক্ষমা আরবরা বিস্ফারিত নেত্রে দেখেছিল।

সুস্থ দেহ, স্বাস্থ্য ভাল আল্লাহ্র খাস দান,
দশের কাজে লাগ্লে তা বাড়ায় কাজীর মান।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাম্‌দ

গোলাম মোস্তফা

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী
যত গুণগান, হে চির-মহান, তোমারি অন্তর্যামী ॥
দ্যুলোকে ভুলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি কাছে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি কাছে যাচি হে শকতি,
তোমারি করুণা কামী ॥
সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদের দাওগো বলি,
চালাও সে পথে, যে পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চলি।
যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি চির-পরিতাপ,
হে মহাচালক, মোদের কখনো
করো না সে পথগামী ॥

প্রার্থনা

হাফীযুর রহমান

কচিকাঁচা ছেলে মেয়ে আমরা হে নাথ!
তোমার সকাশে প্রভু তুলিয়াছি হাত।
চাইনিক টাকাকড়ি, চাই শুধু জ্ঞান,
করজোড়ে মাগি শুধু দেশের কল্যাণ।
হাসি-খুশী কেটে যায়, এই দয়া করো,
সবার জীবনে প্রভু, সন্তাপ হরো।
সত্যের পথে যেন থাকি সদা মতি,
ঘুচাইতে পারি যেন দেশের দুর্গতি।
আমাদের কাজে সুখী হন পিতা-মাতা,
চিরদিন থাকে যেন তব পায়ে মাথা।
গুরুজনে ভক্তি দাও, প্রিয়জনে প্রীতি,
সবারে গাহিতে দাও তব জয়-গীতি।
বিদ্যা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে জীবন সবার,
দূর করে দাও প্রভু, সকল আঁধার।
(ঈষৎ পরিবর্তিত)
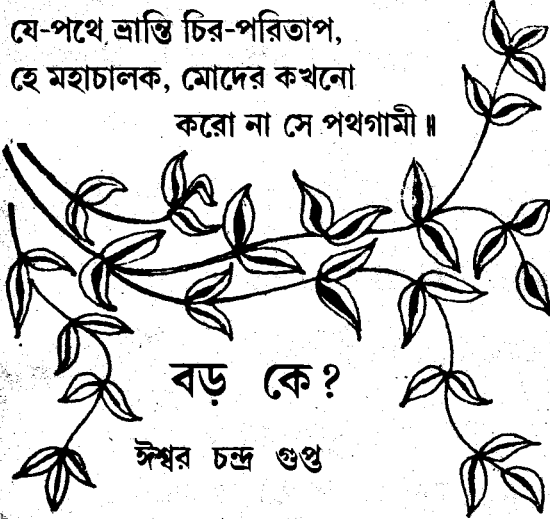
বড় কে?

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

আপনাকে বড় বলে—বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে—বড় সেই হয়।
সংসারে বড় হওয়া কঠিন ব্যাপার
সংসারে সে বড় হয় বড় গুণ যার।
হিতাহিত না বুঝিয়া মরে অহংকারে,
নিজে বড় হতে চায়, ছোট বলি তারে।
গুণেতে হইলে বড়, বড় বলে সবে,
বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

না'ত

—কাজী নজরুল ইসলাম

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহম্মদ এলোরে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ্ বি যদি আয়।

ধুলির ধরা বেহেশ্ তে আজ
জয় করিল দিল রে লাজ

আজকে খুশীর ঢল নেমেছে
ধূসর সাহারায়॥

দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচিমুখে শাহাদাতের
বাণী সে শোনায়॥

আজকে যত পাপী ও তাপী
সব গুনাহের পেল মাফি
দুনিয়া হতে বে-ইনসাফী
জুলুম নিল বিদায়॥

নিখিল দরুদ পড়ে লয়ে নাম
"সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম"
জিন্ পরী ফেরশ্‌তা সালাম
জানায় নবীর পায়॥

নামায

আবদুর রায্যাক

নামায করে মুমিন এবং
কাফেরে ফারাক,
নামায কায়েম করার হুকুম
দিলেন খোদা পাক।

নোংরামী আর মন্দ থেকে
নামায ফেরায় সবে।
নিয়মিত পড়লে নামায
আখেরে সুখ হবে।

পাঁচ অক্তে নামায পড়া
ফরয সারা দিনে,
কারো কাছে নয় মাথা হেঁট
আল্লাহ তা'লা বিনে।

http://islaminonesite.wordpress.com

✶✶✶ তিন বর্ণের মিশ্র সংযোগ ✶✶✶

ক+ষ+ম=ক্ষ্ম ঙ+ক+ষ=ঙ্ক্ষ জ+জ+ব=জ্জ্ব

ক+ষ+ন=ক্ষ্ণ ত+ত+ব=ত্ত্ব ত+ম+য=ত্ম্য

তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল তত্ত্ব মাহাত্ম্য

তীক্ষ্ণতা যক্ষ্মা সঙ্ক্ষেপ প্রোজ্জ্বল মহত্ত্ব দৌরাত্ম্য

বেগম রোকেয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহিলা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতারই ফলে বাঙালী মুসলিম নারীদের শিক্ষাদীক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। নারীদের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল খুবই উচ্চ। সূরা ফাতেহা গোটা কুরআনের সারসঙ্ক্ষেপ। মুসলমানদের অতীত ছিল খুবই উজ্জ্বল। তাই অতীত থেকে প্রেরণা নিয়ে ভবিষ্যতকে করতে হবে আরো প্রোজ্জ্বল।

আল কুরআনের প্রতিটি আয়াতই তত্ত্বে পরিপূর্ণ। হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লা—হু আলায়হি অসাল্লামের মহত্ত্ব ছিল অতুলনীয়। তাঁর মাহাত্ম্যও অবর্ণনীয়। ইসলাম দুশমনদের দৌরাত্ম্যে তিনি ছিলেন অতি নমনীয়।

রাজার মাহাত্ম্য শুধু আপনার দেশে,
বিদ্বানের মহত্ত্ব স্বদেশে—বিদেশে।

ন+ত+র=ন্ত্র ন+ত+ব=ন্ত্ব ন+দ+র=ন্দ্র

ন+ধ+য=ন্ধ্য ন+ন+য=ন্ন্য

যন্ত্র মন্ত্রী সান্ত্বনা চন্দ্র তন্দ্রা বন্ধ্যা সন্ন্যাস

মন্ত্র সান্ত্রী যন্ত্রণা ইন্দ্র মুন্দ্রা সন্ধ্যা সন্ন্যাসী

বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ। তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস ইসলামী ধ্যানধারণার বিরূপ। মুসলিম জাহানের অতুলনীয় মনীষী ইমাম ইবনে হায্‌ম ছিলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু সঙ্গে রাখতেন না কোন সান্ত্রী। কারো শোকে ও যন্ত্রণায় সান্ত্বনা দেওয়া খুবই পুণ্যের কাজ।

চন্দ্র দর্শন কোরে রোযা ও ঈদ উৎসব পালন করা ইসলামের বিধান। আল্লাহ্‌কে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না। হরিদাস মুন্দ্রা ছিলেন এক বিখ্যাত ধনী। বাংলার মাটি বন্ধ্যা নয়। সন্ধ্যাবেলায় মগরেবের নামাযের সময় হয়। বিন্ধ্য একটি পর্বতের নাম।

http://islaminonesite.wordpress.com

দ্বন্দ্ব ও কলহপ্রিয়দের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শয়তানী থাকে। তাদের সাথে কখনই বন্ধুত্ব করবে না। ইসলাম কখন সন্ন্যাসব্রত সমর্থন করে না। তাই মুসলমানদের মধ্যে কোন সন্ন্যাসী থাকতেই পারে না।

সন্তানহারাকে দেয় যেজন সান্ত্বনা,
লাঘব করেন খোদা তার যন্ত্রণা।

ম+প+র=ম্প্র   ম+ভ+র=ম্ভ্র
র+দ+দ=র্দ্দ   র+শ+ব=র্শ্ব

সম্প্রতি   সম্ভ্রম   নির্দ্দয়   পার্শ্ববর্তী
সম্প্রদায়   সম্ভ্রান্ত   নির্দ্দিষ্ট   পারিপার্শ্বিক

সম্প্রতি দিল্লীতে একটি ট্রেন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাতে বহু সম্প্রদায়ের লোক নিহত এবং আহত হয়েছে। সত্যিকার মুসলমান কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। ইসলাম—ধর্ম গ্রহণ করলে একজন শূদ্রেরও সম্ভ্রম খলীফার সমান হয়। নির্দ্দয় লোক পশুর সমান। নামায তার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পড়। যার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী ভুখা থাকে সেই উদরপূর্ণ লোকটি নামধারী মুসলিম। প্রকৃত মুসলমান তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে হৃদ্যতাপূর্ণ কোরে তুলতে পারে।

মানুষ হিসেবে সব সম্প্রদায় সমান,
কম নয় কাহারো সম্ভ্রম ও মান।

ষ+ট+র=ষ্ট্র   ষ+প+র=ষ্প্র
স+ক+ঋ=স্কৃ   স+ত+র=স্ত্র

উষ্ট্র   দুষ্প্রাপ্য   দুষ্কৃতি   অস্ত্র   শাস্ত্র
রাষ্ট্র   নিষ্প্রয়োজন   নিষ্কৃতি   বস্ত্র   স্ত্রী

মরুভূমির জাহাজ বলা হয় উষ্ট্রকে। পৃথিবীতে বহু মুসলিম রাষ্ট্র আছে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বর্তমানে সততা খুবই দুষ্প্রাপ্য। নিষ্প্রয়োজন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা ইসলামের একটি অঙ্গ। শয়তানের দুষ্কৃতি থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র শরণ চাও। নতুবা ইবলিসের চেলাদের কুমন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া কঠিন ব্যাপার।

http://islaminonesite.wordpress.com

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র রাখা যেতে পারে। উলঙ্গ ব্যক্তিকে বস্ত্রদান খুবই সওয়াবের কাজ। রিজালশাস্ত্র মুসলমানদের অনুপম অবদান। সতী স্ত্রী পৃথিবীর সেরা সম্পদ।

বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান অতি পুণ্য কর্ম,
অস্ত্র শস্ত্র কেবল পার্থিব বর্ম।

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

স+ত+ঋ=স্তৃ　　স+প+ঋ=স্পৃ　　স+ম+ঋ=স্মৃ

বিস্তৃত　　স্পৃহা　　স্মৃতি

জান্নাতের বিস্তৃতি অত, সাত আসমান ও যমীনের বিস্তৃতি যত। এককালে ইসলামী খেলাফতের পরিধি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সত্তর বছর বয়সেও ইমাম ইবনে রুশ্‌দের জ্ঞানস্পৃহা ছিল দৈনিক ষোল ঘণ্টা। স্মৃতিশক্তিতে ইমাম বুখারীর জুড়িই ছিল না।

স্মৃতিশক্তি আল্লাহ্‌র খাস অবদান,
বিদ্যার স্পৃহা করে মানবে মহান।
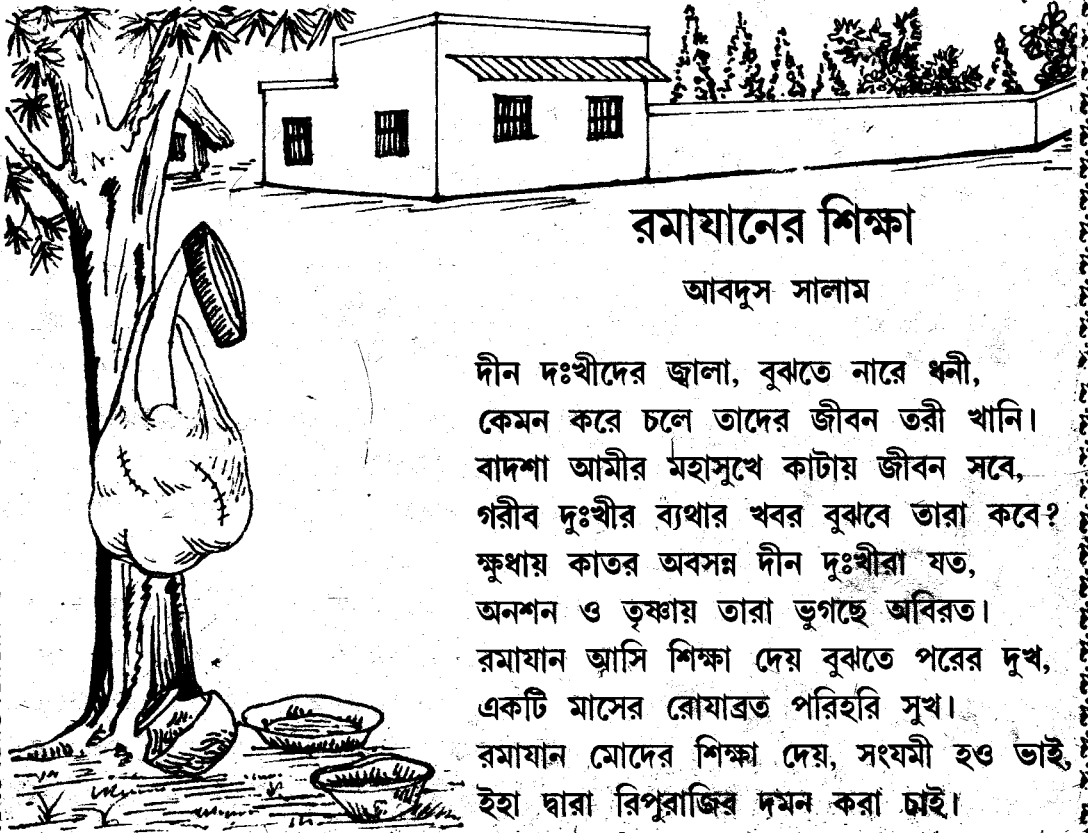
রমাযানের শিক্ষা

আবদুস সালাম

দীন দঃখীদের জ্বালা, বুঝতে নারে ধনী,
কেমন করে চলে তাদের জীবন তরী খানি।
বাদশা আমীর মহাসুখে কাটায় জীবন সবে,
গরীব দুঃখীর ব্যথার খবর বুঝবে তারা কবে?
ক্ষুধায় কাতর অবসন্ন দীন দুঃখীরা যত,
অনশন ও তৃষ্ণায় তারা ভুগছে অবিরত।
রমাযান আসি শিক্ষা দেয় বুঝতে পরের দুখ,
একটি মাসের রোযাব্রত পরিহরি সুখ।
রমাযান মোদের শিক্ষা দেয়, সংযমী হও ভাই,
ইহা দ্বারা রিপুরাজির দমন করা চাই।

http://islaminonesite.wordpress.com

ভাল ছেলে

মৌলভী শফীউদ্দীন আহমাদ

ভাল ছেলে সকাল হলে জাগে আগে-ভাগে;
মন্দ ছেলে ডাকতে গেলে কেঁদে ওঠে রেগে।
ভাল ছেলে রোজ সকালে আগে নামায পড়ে;
মন্দ ছেলে বেলা হলে বিছানা নাইকো ছাড়ে।
ভাল ছেলে পড়ার কালে মহা খুশী হয়;
আগু-পিছু নাহি চায় পাঠশালে যায়।
মন্দ ছেলে রাস্তা চলে এদিক-ওদিক চায়,
পুকুরেতে জুতা ফেলে নৌকা ভাসায়।

ইসলামী ছড়া

আমীরুল ইসলাম

মানুষ মোরা সবাই একে অন্যের ভাই।
মোদের মাঝে তাই কোন ভেদাভেদ নাই।

মানুষের পরিচয় নামে নয় কাজে
কথাটি সোজা তবু অনেকেই না বোঝে।

কুরআন ও হাদীস মেনে যে চলে,
রসূলের উম্মত ও মুসলিম তাকে বলে।

নামায পড়ো রোযা রাখো যাকাত করো দান
ভালো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো বাড়বে তোমার মান।

এতীম ও মিসকিন পরে হলে মেহেরবান
দেশ ও জাতির কাজে বিলিয়ে দিলে প্রাণ
ইহকালে পরকালে সদয় হবে রহমান।

আগুন যেমন কাঠকে জ্বালায় পুড়িয়ে করে শেষ।
সদগুণকে তেমনি জ্বালায় হিংসা ও বিদ্বেষ।
অহংকার আর লোভ-লালসা যাদের হৃদয় জুড়ে
মুসলমান নয়কো তারা আল্লাহ থেকে দূরে।

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ্-ভীতি ও তার পরিণতি

আমাদের নবীজী বলেন, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে ভাল যিনি মানুষের উপকার করেন[১]।

এইরূপ একজন পরোপকারী মহান ব্যক্তি ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লা-হু তাআলা আনহু। তিনি রাতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন এবং মানুষের উপকারের চেষ্টা করতেন।

একরাতে তিনি ঘুরতে ঘুরতে একটি বাড়ীর কাছে থমকে দাঁড়ালেন। তখন বাড়ীর ভেতরে একটি বুড়ি তার মেয়েকে বলছে—"দুধে পানি মিশিয়ে দে। দাম বেশী পাবি।"

মেয়েটি বললো—' তা কি হয় মা? কারণ,আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মানা কোন কিছুতে ভেজাল দিওনা।' খলীফারও হুকুম তাই। মা বললেন—রাখ তোর খলীফার কথা। আমরা কি করছি, খলীফা কি তা দেখতে পাচ্ছেন?

মেয়েটা বললো—খলীফা দেখছেন না ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌তো দেখছেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যাবে কি মা?

ঐ মা ও মেয়ের এই আলাপ শুনে খলীফা তো অবাক! তিনি মনে মনে ভাবছেন, তাই তো গরীবের মেয়েও এত দীনদার ও আল্লাহ্‌ওলী হয় কি? অতঃপর তিনি ঐ বাড়ীর দরজায় একটা দাগ দিয়ে চলে গেলেন।

বাড়ীতে ফিরে নিজের ছেলেদের ডেকে বললেন—দেখ,আমি একটা খুবই পরহেযগার ও ধার্মিকা মেয়ের খোঁজ পেয়েছি। তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করতে রাযী আছ কি?

খলীফার একটি পুত্র আসেম সম্মত হল। তাই তখনই খলীফার নির্দেশে ঐ গায়ে লোকজন ছুটলো। অতঃপর দরজায় দাগ দেখে তারা বাড়ীটি চিনে ফেললো। সেই রাতের আলাপ ও বিয়ের প্রস্তাব শুনে মা ও মেয়ে অবাক হোয়ে গেল। তারপর তাদেরকে খলীফার বাড়ীতে আনা হল এবং বিয়েশাদীও হোয়ে গেল। এভাবে গোয়ালিনীর মেয়ে তার আল্লাহ—ভীতির বদৌলতে রাজরাণীতে পরিণত হল।

তাই আল্লাহ্‌ও বলেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি (সবরকম ঝামেলা থেকে) তার বেরোবার পথ তৈরী করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রুযী দেন যে, সে ভাবতেও পারে না[২]

(১) আলজা-মিউস সগীর ২য় খণ্ড ৯ম পৃষ্ঠা (২) সূরা তালাক ২-৩ আয়াত

http://islaminonesite.wordpress.com

ইমামের উপহার

তোমাদের বয়স এখন ছয় কিংবা সাত হবে। ঠিক তোমাদের মত বয়সী এক ভাগ্যবান শিশুর নাম ছিল আম্‌র। তার পিতার নাম সালেমাহ। তিনি ছিলেন মক্কার লোক। ছেলেটির পড়াশোনার শখ ছিল খুবই। তখনও মক্কার বেশীর ভাগ লোক মুসলমান হননি। সে সময় আম্‌র কখনো কখনো পথের ধারে বসে থাকতো। তখন যারা ঐ পথ দিয়ে যেতো সে তাদেরকে শুধাত যে, নবীজির উপরে কুরআনের কি কি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তাকে তা শুনিয়ে দিত। তখন ছেলেটি ঐ আয়াতগুলো মুখস্থ করে নিত। এভাবে বেশ কিছুদিন গত হবার পর নবীজি মক্কা জয় করলেন। তখন আরবের লোকেরা মুসলমান হবার জন্য তাড়াহুড়ো করতে লাগলো। ঐ সময় আম্‌রের বংশের লোকেরাও ইসলাম কবুল করলো। তাই নবীজি তাঁদেরকে বললেন—তোমরা অমুক সময় ঐ নামায পড়। অমুক অক্তে সেই নামায পড়। আর হাঁ, নামাযের সময় যখন হবে তখন তোমাদের কেউ একজন আযান দেবে। আর তোমাদের ভেতরে যে বেশী কুরআন জানে সেই নামায পড়াবে।

তাই তারা কুরআন বেশী জানা লোক খুঁজতে লাগলো। কিন্তু মাত্র ছ-সাত বছর বয়সী আম্‌র ছাড়া আর কাউকে পেল না। তাই তারা নাবালক আম্‌রকেই ইমাম বানালো। আম্‌র ছিল খুবই গরীবের ছেলে। তার গায়ে ছিল একটি ছোট চাদর। যখন সে সজদায় যেত তখন তার পেছনের দিকটা কিছু ফাঁকা হোয়ে যেত। সেজন্য মেয়েরা বললো, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনটা ঢেকে দিতে পার না কি? ফলে সবাই মিলে চাঁদা তুলে ছেলেটির জন্য একটি কামিজ কিনলো এবং তাকে তা উপহার দিলো। নাবালক ইমাম ঐ পোষাকটি পেয়ে খুব খুশী হল[১]। তোমরাও ঐরূপ হবার চেষ্টা করবে না কি?

নবীজী বলেন, যে নামায ছেড়ে দিল সে কাফেরী কাজ করলো[২] তাইতোমরা এখন থেকেই নামায পড়া শেখো। নামায পড়লে নামাযীর স্বভাব-চরিত্রও ভাল হয়। কারণ, আল্লাহ বলেন—নিশ্চয়ই নামায অপছন্দীয় ও মন্দ থেকে নামাযীকে বাঁচিয়ে রাখে।[৩]

(১) বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, মিশকাত, ১০০ পৃষ্ঠা (২) মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, মিশকাত, ৫৮ পৃষ্ঠা (৩) আলকুরআন—সুরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত।

কাকাতুয়া

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুমণি
সোনার ঘড়ি কি বলিছে বল দেখি শুনি?
বলিছে সোনার ঘড়ি—"টিক্-টিক্-টিক্,
যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক।
সময় চলিয়া যায়—
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্, শত ধিক।
বলিছে সোনার ঘড়ি—টিক্-টিক্-টিক্।"

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুধন
অন্য কোনও কথা ঘড়ি বলে কি কখন?
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি—"ঢঙ্-ঢঙ্-ঢঙ্,
মানুষ হইয়া যেন হয়ো নাকো সঙ্।
ফিট্‌ফাট্ বাবু হ'লে,
ভেবেছ কি লবে কোলে
পলাশে কে ভালবাসে দেখে রাঙা রঙ?
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি—ঢঙ্-ঢঙ্-ঢঙ্।

http://islaminonesite.wordpress.com

শিশুর সাধ

শংখচিল

আমরা হব বিশ্বমাঝে সাচ্চা মুসলমান,
দ্বীনের তরে যুদ্ধে যাব বিলিয়ে দেব প্রাণ।
বিশ্বজনে বাসব ভাল, হোকনা সাদা হোকনা কালো
আমরা সবাই আদম হাওয়ার একই যে সন্তান।

(ঈষৎ পরিবর্তিত)

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
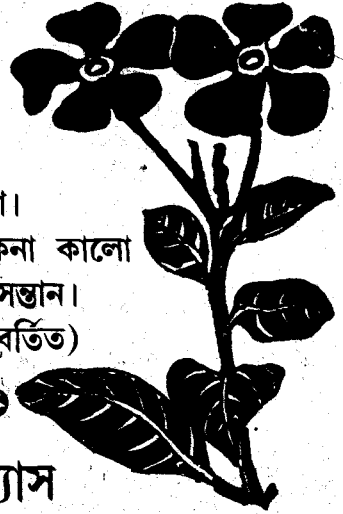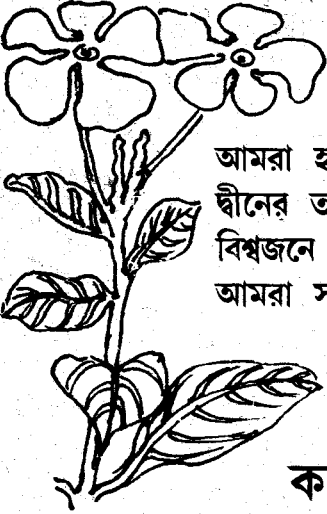
কচিকাঁচাদের রোযার অভ্যাস

দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষই গরীব। সামান্য কিছু লোক ধনী ও বড় লোক। কিছু গরীব আবার এমন রয়েছে যাদের কারো হয়তো একবেলা খাবার জোটে তো অন্যবেলায় জোটে না। কেউ আধপেট খেয়ে দিন কাটায়। আবার কেউ কোন কোন দিন উপোষও রয়। এভাবে ঐসব গরীবরা বছরের পর বছর কতই না কষ্ট পায়।

ধনীরা পোলাও পরটা খেয়ে বেড়ায়। তারা মহাসুখে দিন কাটায়। তারা যদি ঐসব উপোষ লোকদের কষ্ট বুঝতে পারত তাহলে গরীবদের কষ্ট কিছু হয়তো দূর হত। পরের দুঃখ বুঝে তাদের প্রতি সদয় হবার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা রোযার বিধান দিয়েছেন। সেজন্যে প্রতি বছরে রমাযান মাসে আমাদের রোযা রাখতে হয়। রোযা মানে-মৌসম অনুযায়ী তের থেকে পনের ঘণ্টারও বেশী কিছুই না খেয়ে শুকিয়ে থাকা। এই রোযা অবস্থায় পানিতে ডুব মেরে লুকিয়ে পানি খাওয়া যাবে না। ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে চুরি কোরেও কিছু খাওয়া চলবে না। এসময় পরের বদনাম করা চলে না। কাউকে গাল মন্দও দেওয়া যাবে না। কেবল আল্লা-হ্‌র হুকুম মত রোযা রাখতে হবে। এভাবে রোযা রাখা খুবই কষ্টের ব্যাপার। তাই কচিবেলা থেকেই রোযার অভ্যাস করতে হয়।

একটি হাদীসে আছে, এক নারী-সাহাবী রুবাইয়ি বলেন, আমরা কচিকাঁচা শিশুদের রোযা রাখার অভ্যাস করাতাম। তারা যখন রোযা করতে করতে বিকেল বেলায় নড়তে চড়তে পারতো না। বরং খিদে ও পিপাসায় কাতর হোয়ে পড়ত। এবং কাঁদতে লাগতো। তখন আমরা তাদেরকে পশমের তৈরী খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে দিতাম। তারা তা নিয়ে খেলতে থাকতো। পরিশেষে সূর্য ডুবে যেত এবং রোযা ভাঙার সময় এসে পড়তো[১]। তখন সবাই মিলে মহানন্দে ইফতার করা হোত।

তোমাদের মত ছ-সাত বছরের ছেলেমেয়েরা খেলনা দিয়ে খেলা কর কি? মনে হয়, না। এই হাদীসটি দ্বারা তোমরা সবাই বুঝতে পারছ যে, নবীজির যুগের ঐসব শিশুরা তোমাদের চেয়েও বয়সে ছোট ছিল। তাহলে তোমরা এখন থেকেই নামাযের মত রোযা রাখার অভ্যাস করবে না কি?

---

(১) বুখারী শরীফ ২৬৩ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com
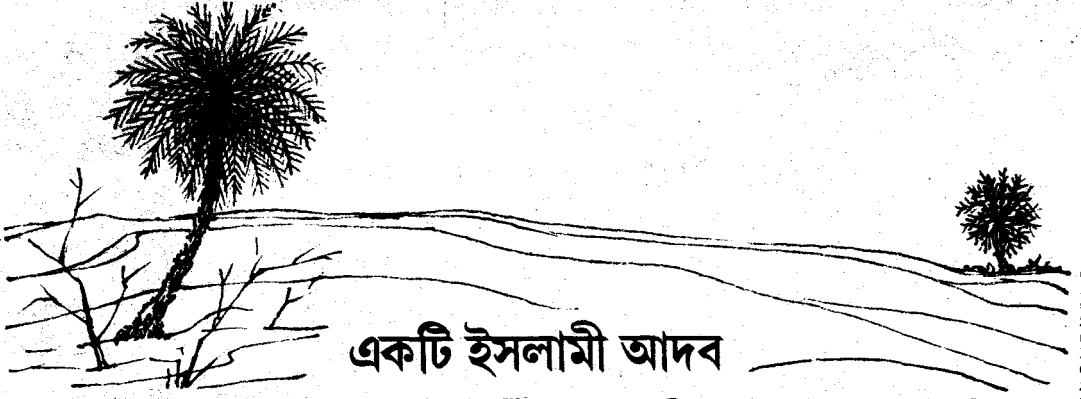
একটি ইসলামী আদব

আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আরবী ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। তাই এক মুসলমানের সাথে আর এক মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে বলতে হয়—আস্‌সালামু আলাইকুম। অর্থাৎ আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। এরূপ বলাকে সালাম বলা হয়।

মহানবীর (সঃ) এক সাহাবী আবু রা-শেদ বলেন, একবার আমি একশোজন লোকের সাথে নবীজীর নিকটে এলাম। তারপর আমি বললাম—আন্‌য়িম সাবাহান ইয়া মুহাম্মাদ। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ সল্লাল্লা—হু আলায়হি অসাল্লাম! আপনার সকালটা ভাল হোক। তাঁর এই শুভকামনা শুনে নবীজী বললেন, মুসলমানরা একে অপরকে এভাবে সালাম করে না। আবু রাশেদ শুধালেন, তাহলে সালাম কিভাবে করতে হয়? হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন, যখন তোমরা কারো কাছে আসবে তখন বলবে—আস্‌সালা—মু আলাইকুম অরহ্‌মাতুল্লা-হ। তাই সাহাবীটি বললেন—আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ অরহ্‌মাতুল্লা-হি অবারাকাতুহ্‌। এর জওয়াবে নবীজি বললেন—অআলাইকুমুস সালা-ম অরহ্‌মাতল্লা-হি অবারাকাতুহ্(১)।

অতএব তোমরা যখনই স্কুলে আসবে তখনই মাষ্টার সাহেবদের সালা-ম্ করবে। নিজেরাও একে অপরকে সালা-ম্ দেবে। মা-বাপ ভাইবোন ছোট বড় সবাইকে সালাম করবে। এ ব্যাপারে নবীজী বলেন—তোমরা যাকে চেনো এবং যাকে চেনো না সবাইকেই সালাম কর।(২) আল্লাহ্ বলেন—তোমরা যখন ঘরে ঢুকবে তখন (ঘরে কেউ থাক্ বা না থাক) নিজেদের ওপরে সালাম দাও।

এই সালাম দেবার সময় কপালে হাত ঠেকাবে না। হাত দিয়ে এশারাও করবে না। মাথাও নোয়াবে না। কেবল মুখে বলবে—আসসালামু আলাইকুম! এইভাবে কেউ সালাম দিলে তার জওয়াবে বলবে অ-আলাইকুমুস সালাম! সালাম ও তার জওয়াবী সালামের শেষে—"অ-রহমাতুল্লা-হি অবারাকাতুহ" শব্দ দুটি বাড়িয়েও বলা যেতে পারে। শব্দ বাড়ালে নেকী বেশী পাবে।(৩) কোন ব্যক্তি অন্যের সালাম তোমাকে পৌঁছালে তার উত্তরে বলবে—ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিস্ সালাম অর্থাৎ আপনার এবং তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

---

(১) আল্‌ইসা-বাহ্, ৪০৯ পৃষ্ঠা (২) বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৭ পৃষ্ঠা (৩) আবু দাউদ, মিশকাত ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com

হিংসার কুফল

দুনিয়ার সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম আলায়হিস সালাম। তার পরের মানুষ তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া আলায়হাস সালাম। তখন দুনিয়াতে এঁরা দুজন ছাড়া আর কোন লোকই ছিল না। তাই পৃথিবী আবাদ করার জন্য আল্লাহ তাআলা হাওয়ার গর্ভে দুটি-কোরে যমজ ছেলেমেয়ে পয়দা করতেন। আর একটি জোড়ার মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে শাদী দেবার হুকুম দিয়ে ছিলেন। তখন আপন ভাইবোনে বিয়ে চলতো। পরে ঐরূপ বিয়ে হারাম কোরে দেওয়া হয়।

এভাবে একবার হাওয়ার গর্ভে একটি জোড়ায় জন্ম নিল কাবীল ও ইকলীমা। আর অন্য জোড়ায় পয়দা হল হাবীল ও লিয়ুযা। তখনকার নিয়ম অনুসারে কাবীলের সাথে লিয়ুযার বিয়ে হবার কথা। কিন্তু কাবীল তার জুড়ি ইকলীমাকে বিয়ে করতে চায়। সে আল্লাহ্র হুকুম মানতে নারায। তাই হযরত আদম (আঃ) তাকে বকাঝকা করলেন। কিন্তু সে নিজের জেদে অটল থাকলো। তাই আল্লাহর তরফ থেকে দুই ভাইকে কোরবাণী করতে বলা হল।

কাবীল ছিল চাষী। সেইসাথে সে ছিল খুবই পাজী। তাই সে কয়েকটা বাজে গমের শীষের একটি আঁটি কোরবাণীর জন্য পেশ করলো। অন্যদিকে হাবীল ছিল পশুপালনকারী। সেইসাথে তিনি ছিলেন খুবই আল্লাহ-পরায়ন। তাই তিনি তার পশুর মধ্য থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে সেরা একটি ভেড়া কোরবাণীর জন্য পেশ করলেন। তারপর হাবীলের দুম্বাটি আকাশে তুলে নেওয়া হল। কারো মতে আকাশ থেকে আগুন নেমে এল এবং তা হাবীলের কোরবাণীটি পুড়িয়ে দিল।(১) তখনকার ঐ নিয়ম অনুযায়ী জানা গেল যে, হযরত হাবীলের কোরবাণী কবুল হয়েছে। তাই কাবীলের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো।

এবার কাবীল ক্ষেপে উঠলো এবং হাবীলকে খুন করার চক্রান্ত করতে লাগলো। পরিশেষে একদিন সুযোগ পেয়ে সে কাবীলকে খুনই কোরে ফেললো। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) বলেন—এটাই দুনিয়ার প্রথম খুন। তাই তখন থেকে এই আইনও কোরে দেওয়া হয়েছে যে, যখনই কাউকে অন্যায়ভাবে খুন করা হবে তখন ঐ খুনের একটা ভাগ কাবীলের ঘাড়ে চাপবে।(২) দুনিয়ার এই প্রথম খুনটা ছিল হিংসারই কুফল।

(১) তফসীর ইবনে কাসীর ২য় খন্ড, ৪২-৪৪ পৃষ্ঠা, তফসীর ফাতহুল কাদীর, ২য় খন্ড, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা, তফসীর ফাতহুল বায়ান, ৩য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা (২) বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৩৩ পৃষ্ঠা।
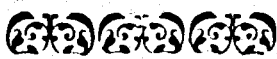
লেখাপড়া শেখার সুফল

আল্লাহ বলেন—নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন(১)। আমরা যেহেতু মানুষ সেজন্য শয়তান আমাদের সবারই শত্রু। এক দুশমন আর এক দুশমনকে নিশ্চয়ই ভয় করে। তেমনি শয়তান মানুষকে ভয় করে। কিন্তু মহানবী সল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লামের একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে; শয়তান সব মানুষকে ভয় করে না। সে কেবল তোমাদের মত ছাত্র ও তাদের শিক্ষককে ভয় করে। এ ব্যাপারে একটি মজার কাহিনী শোন।

(১) সূরা বাণী ইসরায়ীল ৫৩ আয়াত।

http://islaminonesite.wordpress.com

একদিন অনেক শয়তান তাদের গুরু ইবলীসকে বলল, হে আমাদের নেতা! আমরা দেখে থাকি যে, একজন আলেম ও জ্ঞানী মারা গেলে আপনি খুব খুশী হন। কিন্তু একজন ইবাদতকারী তাপস মারা গেলে আপনি মোটেই আনন্দিত হন না। অথচ একজন আলেম আপনাকে কোন কষ্ট দেন না। কিন্তু একজন আবেদ ও তাপসকে ইবাদত করতে দেখে আমরা সবাই কষ্ট পাই।

প্রশ্নটি শুনে ইবলীস বললো, তোমরা এর কারণ জানতে চাও? তারা সবাই বলল—হাঁ। এবার ইবলীস বলল—তাহলে তোমরা আমার সাথে এসো। অতঃপর তারা এক আবেদের কাছে গেল। তখন ঐ আবেদ ধ্যানে মগ্ন ছিল। তাই তারা সাধকটিকে বললো, আমরা আপনার কাছ থেকে একটি প্রশ্ন জানতে চাই। আপনি আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাবেন কি? সাধক তার সাধনায় ভঙ্গ দিয়ে তাদের দিকে মুখ ফিরে বসলো। এবার ইবলীস বললো, আচ্ছা। আপনার আল্লাহ এই ক্ষমতা রাখেন কি যে, তিনি সমগ্র দুনিয়াটাকে একটি ডিমের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন? আবেদটি বললো, তা আমি বলতে পারব না।

উত্তর শুনে ইবলীস তার চেলাদের বললো, তোমরা দেখলে যে, এই মূর্খ আবেদটি আল্লাহ্‌র ক্ষমতা কত তাও জানে না। তাই সে ঐ জওয়াব দিয়ে এই মুহূর্তে কুফ্‌রী কোরে ফেললো।

অতঃপর তারা এক আলেমের মজলিসে গেল। তখন আলেমটি তাঁর সামনে বসা ছাত্রদের হাসাচ্ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) হাদীস শোনাচ্ছিলেন। ইবলীস তাকে বললো, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। বিদ্বানটি বললেন, বল, তোমার প্রশ্ন কি? ইবলীস বললো, আপনার প্রভু আল্লাহ তাআলা একটি ডিমের মধ্যে সারা দুনিয়াটাকে ভরে দেবার শক্তি রাখেন কি? তিনি বললেন, হাঁ, নিশ্চয়ই। ইবলীস শুধালো, তা কি করে? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজেই বলেন, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন[২]। অতএব তিনি বলবেন, 'কুন'—অর্থাৎ হোয়ে যাও। তখ্‌খুনি তা হোয়ে যাবে।

জওয়াব শুনে ইবলীস চলে গেল। তারপর চেলাদের বললো, দেখলে তোমরা! এই বিদ্বানটি সেই মূর্খ তাপসের মত নিজের উপর দুশমনী করেনি। সেই সাথে ইনি আমার অনেক দুশমন আলেম তৈরী কোরে দিচ্ছেন। তাহলে এইরূপ লোকের মরণে আমি খুশী হব না? আর যে অশিক্ষিত ব্যক্তি নিজের অশিক্ষার কারণে এক মুহূর্তে বেইমান হোয়ে যায় তার মরণে কি আমি খুশী হব[৩]।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী বলেন, কোন আলিম যখন মারা যান তখন আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় সাতাত্তর হাযার ফেরেশ্‌তা তাঁকে বিদায় জানায়[৪]।

অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধু মূর্খ হবে? না লেখা পড়া শিখে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং হাযার হাযার ফেরেশ্‌তা ও জ্ঞানীগুণীদের প্রিয় হবে? তা এখন থেকেই ভাব এবং সেইভাবে কাজ করার চেষ্টা কর।

---

(২) সূরা হজ্জ, ১৮ আয়াত, (৩) খাতীব বাগদাদী রচিত কিতা-বল ফাকীহ অল্‌মুতাফাক্‌কিহ ১ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।
(৪) ঐ—২য় খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com

সত্য বলার শুভ পরিণতি

আরব দেশগুলোর মধ্যে একটি দেশের নাম ইরাক। হিজরী সালের প্রথম শতকে সেখানকার এক গভর্ণর ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। যে তাকে মানতো না কিংবা তার বিরোধিতা করতো তিনি তাকে খুন করে দিতেন।

তাকে যারা শাসক হিসেবে মানতো না তাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন রিব্য়ী ইবনে হিরাশের দুই পুত্র। তাই হাজ্জাজের পুলিশ তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু পুলিশরা কোনভাবেই তাদের পাত্তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

এমতাবস্থায় একজন লোক হাজ্জাজকে বললো, রিব্য়ী ইবনে হিরাশ খুবই সত্যবাদী লোক। তাই আপনি তাঁরই কাছে লোক পাঠিয়ে জেনে নিন। তিনি যদি তাদের খবর জেনে থাকেন তাহলে সঠিক কথা অবশ্যই বলে দেবেন।

তাই হাজ্জাজ একজন পুলিশ পাঠিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি সত্যিসত্যিই বলে দিলেন যে, তারা আমার ঘরে লুকিয়ে আছে। তিনি তাঁর পুত্রদের জান বাঁচানোর জন্যও মিথ্যা বললেন না।

তাঁর এই সত্যবাদিতায় হাজ্জাজ খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। তার উপর এর প্রভাব এত পড়লো যে, রিবয়ীর সত্যবাদিতার কারণে তাঁর দুই ছেলেকেই হাজ্জাজ মাফ করে দিলেন[১]।

এই জন্যই বলা হয়, সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় এবং মিথ্যাবাদিতা ধ্বংস করে দেয়। প্রিয়নবী (সঃ) বলেন, তোমরা সত্য বলাকে চিমটে ধর। কারণ, সত্য ভাল কাজের পথ দেখায়। আর ভাল কাজ জান্নাতের পথ বাতলায়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাক। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়[২]।

(১) সেফাতুস সফ্ওয়াহ ৩য় খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা (২) বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ৪১২ পৃষ্ঠা।

মিথ্যা বলার শাস্তি

দুনিয়ার সব ধর্মই বলে মিথ্যা বলা মহাপাপ। সেজন্য সবাই মিথ্যাবাদীকে খারাপ জানে। আমাদের নবীজী বলেন, যে-লোক মিথ্যা বলে তার কাছ থেকে ফেরেশ্তা এক মাইল দূরে সরে যায়[১]।

এক সাহাবী সফ্ওয়ান, ইবনে সুলাইম বলেন, একবার নবীজীকে জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন মুমিন কাপুরুষ হতে পারে কি? তিনি বললেন, হাঁ। তাঁকে আবার শুধানো হল, মুমিন কৃপণ ও বখীল হতে পারে কি? তিনি বললেন, হাঁ। তারপর বলা হল, মুমিন মিথ্যাবাদী হতে পারে কি? তিনি বললেন, না[২]।

নবীজীর নিয়ম ছিল, প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর তিনি নামাযীদের দিকে মুখ ফিরে বসতেন। তারপর কেউ কোন স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি তার ব্যাখ্যা বলে দিতেন। কখনো তিনি

(১) তিরমিযী, মিশকাত, ৪১৩ পৃষ্ঠা (২) মুঅত্তা মালিক, বায়হাকীর শুআবুল ঈমান, মিশকাত, ৪১৪ পৃষ্ঠা।

http://islaminonesite.wordpress.com

নিজের দেখা স্বপ্নও বর্ণনা করতেন।

এমনিভাবে একদিনের কথা। তিনি ফজরের নামায শেষে বললেন, আজকের রাতে আমি এক আজব স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম যে, আমার নিকট দুজন ফেরেশ্‌তা এল। তারপর তারা আমাকে এক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মাঠে নিয়ে গেল। সেখানে আমি দেখলাম যে, একজন লোক বসে আছে। আর একজন লোক একটি লোহার আঁকুসি দিয়ে বসা লোকটির এক গালপাটি চিরে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তারপর সে ঐ লোকটির দ্বিতীয় গালপাটিও চিরছে। এই ফাঁকে প্রথম গালপাটিটি আবার ঠিক হোয়ে যাচ্ছে। ফলে সে আবার তা চিরে ফেড়ে দিচ্ছে। এভাবে সে অনবরত বসা লোকটির গাল চিরছে ও ফাড়ছে।

তাই আমি ঐ দুজন ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এই লোকটি কে? যার এত কঠিন সাজা দেওয়া হচ্ছে? ফেরেশ্‌তারা বললো, এই লোকটি মিথ্যাবাদী। সে এই মুখে ঝুট কথা বলতো। ঐ ঝুট কথা বলার কারণে এর ঐরূপ সাজা হচ্ছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই লোকটি ঐভাবে শাস্তি পেতে থাকবে।

অতএব তোমরা এখন থেকেই মিথ্যা বলা ত্যাগ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভাল বাসবেন। সেই সাথে সবাই তোমাদের আদর করবে।

দয়ার পুরস্কার

গযনীর এক বাদশাহ ছিলেন সবুক্তগীন। ইনি প্রথমে ছিলেন সুলতান আলপ্তগীনের কেনা গোলাম। গোলাম থাকা কালে তিনি একদিন শিকারে বের হলেন। কিন্তু বনে-জঙ্গলে অনেক দৌড়াদৌড়ির পরও কোন হালাল জানোয়ার তার সামনে পড়লো না। তাই তিনি নিরাশ হোয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। হঠাৎ পথে তার নযরে পড়লো একটি হরিণের বাচ্চা। শাবকটি ছিল খুবই সুন্দর। তাকে শিকার করতে তার মন সায় দিল না। তাই তিনি ঐ বাচ্চাটিকে জ্যান্ত ধরবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

হরিণ শাবকটি ছিল খুবই ছোট। ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে সে দৌড়তে পারে কি? তাই ঘোড়ায় চড়া শিকারীটি একটু দৌড়াদৌড়ি কোরে তাকে ধরে ফেললেন। বাচ্চাটিকে তার খুব মায়া লাগলো। সেজন্য তিনি তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বাড়ী ফিরলেন।

কিছুদূর যাবার পর শিকারী বুঝতে পারলেন যে, কে যেন তার পেছনে ছুটে আসছে। তাই তিনি পেছনে তাকালেন। দেখলেন যে, একটি বড় হরিণী তার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে। আর তার দুটি চোখ বেয়ে অঝোরে পানি গড়িয়ে পড়ছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই হরিণীটি তার কোলে রাখা শাবকটির মা।

হরিণীর কান্না দেখে তার পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। তখন তিনি কারো গোলাম ছিলেন না। কিন্তু দুশমনরা তাকে তার মা-বাপের নিকট থেকে ছিনতাই কোরে বেচে দিয়েছিল। তখন তার বাবা-মা এবং আত্মীয়রাও ঐরূপ কেঁদেছিল। ঐসব কথা ভেবে তার মন গলে গেল। তাই তিনি হরিণের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে শাবকটি লাফাতে

http://islaminonesite.wordpress.com

লাফাতে তার মায়ের কোলে ঢুকে পড়লো। কোলের সন্তানকে কোলে পেয়ে হরিণীটিও খুশীতে নেচে উঠল।

ঐ রাতে শিকারী স্বপ্ন দেখলেন, নবীজী তাকে বলছেন, তোমার দয়ায় আল্লাহ তাআলা খুবই খুশী হয়েছেন। তাই তিনি তোমাকে এ দেশের সুলতান বানিয়ে দেবেন। বাদশাহ হলে তুমি প্রজাদের প্রতিও ঐরূপ দয়া দেখাবে।

কিছুদিন পর তার মালিক আলপ্তগীন মারা গেলেন। তাঁর পুত্র ইবরাহীম রাজা হলেন। তিনি নিজের বোনের সাথে সবুক্তগীনের বিয়ে দিলেন। ফলে সবুক্তগীণ বাদশার জামাই হলেন। তারও কিছুদিন পর দেশের সব আমীরগণ তার মাথায় শাহী তাজ পরিয়ে দিলেন। এভাবেই কেনা গোলাম সবুক্তগীণ আল্লাহ্‌র দয়ায় সুলতান সবুক্তগীণ হোয়ে গেলেন।

নবীজী বলেন, তোমরা যমীনবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে আসমানে যারা আছেন তারা তোমাদের উপর দয়া করবেন। তিনি একথাও বলেন, যে ব্যক্তি কারো ওপরে দয়া করে না সে নিজেও অন্যের দয়া পাবে না[১]।

অতএব তোমরা এখন থেকেই দয়া করতে শেখো। তাহলে পরের দয়া পাবে এবং আল্লাহ্‌র রহমতের ভাগীদার হবে।

হক বিচারের মর্যাদা

অনেক দিন আগের কথা। বাংলার এক শাসক ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন। একদিন তিনি তীরচালনা অভ্যাস করছিলেন। হঠাৎ তাঁর হাত ফসকে একটি তীর এক ছেলের গায়ে বিঁধে গেল। ছেলেটির বাপ ছিল না। তাই তার বিধবা মা কাযীর নিকট সুলতানের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। বিচারককে আরবী ভাষায় কাযী বলা হয়।

নালিশ শুনে কাযী সাহেব চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, একদিকে সুলতান। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র ফরমান—তোমরা যখন বিচার করবে তখন হক বিচার করো [২]। তাই তিনি চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুলতানের নামে সমন জারী করলেন।

সমন পেয়ে সুলতান হাযির হলেন কাযীর আদালতে। কিন্তু কাযী সাহেব সুলতানকে আসতে দেখে কোনরকম শাহী সম্মান দেখালেন না। বরং গম্ভীরভাবে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বললেন। তাই তিনি অন্যান্য আসামীর মতই কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন।

এবার কাযী সাহেব তাঁর সামনে বিধবার অভিযোগ শোনালেন। তারপর তাঁকে শুধালেন যে, এই অভিযোগ সত্য, না মিথ্যে? সুলতান বললেন, হাঁ; এই অভিযোগ সত্য। আমি নিশ্চয়ই অপরাধী। সুলতান নিজের দোষ মেনে নেওয়ায় আর সাক্ষীর দরকার হল না।

তাই কাযী সাহেব সুলতানকে বললেন, আপনি যেহেতু দোষী সেহেতু আপনার উচিত বিধবার সাথে মামলাটি আপোষে মিটিয়ে ফেলা। নইলে আদালত আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি

(১) তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৩—১৪ পৃষ্ঠা। (২) সূরা নিসা ৫৮ আয়াত।

http://islaminonesite.wordpress.com

দেবে। অতঃপর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বহু টাকা পয়সা দিয়ে বিধবার সাথে আপোষ রফা কোরে ফেললেন।

এবার বিধবাটি কাযী সাহেবকে বললো, হুযূর! সুলতান আমাকে খুশী করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আমার আর কোন অভিযোগ নেই। বিধবার কথা শুনে কাযী সাহেব সুলতানকে বললেন—মহামান্য সুলতান, এখন আপনি দোষ মুক্ত। তাই আদালত আপনাকে বেকসুর খালাস করে দিচ্ছে।

কাযীর রায় শুনানীর পর সুলতান কাঠগড়া থেকে নেমে এলেন। তারপর তিনি তাঁর পোশাকের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার বের কোরে বললেন—দেখুন কাযী সাহেব! আপনি যদি আমার মুখ চেয়ে হক বিচার না করতেন তাহলে এই তরবারী দিয়ে আমি আপনার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।

সুলতানের কথা শুনেই কাযী সাহেব তাঁর চেয়ারের নীচে থেকে একটি চাবুক বের করে বললেন, আপনি যদি আমার বিচার না মানতেন তাহলে আমি এই চাবুক দিয়ে আপনার পিঠ ছিলে দিতাম।

কাযীর ন্যায়বিচার ও সাহস দেখে গুণের সমাদরকারী মহানুভব সুলতান গিয়াসুদ্দীন খুব খুশী হলেন। অতঃপর তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন—আপনার মত ন্যায়পরায়ণ বিচারক পেয়ে আমি ধন্য। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।

হক বিচারের ব্যাপারে নবীজী বলেন—ন্যায় বিচারকের সাথে আল্লাহ্ থাকেন।[২] হক বিচারক পরকালে জান্নাতে যাবেন[৩]।

---

(২) তিরমিযী, ইবনে মাজা, মিশকাত ৩২৫ পৃষ্ঠা, (৩) আবুদাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাত ৩২৪ পৃষ্ঠা।

আমাদের দেশ

সুনির্মল বসু

ভারত মোদের দেশরে ও ভাই
ভারত মোদের দেশ,
এই ভারতে পরম সুখে
থাকবো মোরা বেশ।

দেশের বাতাস, দেশের আলো
আমরা সবাই বাসবো ভালো,
দেশের মাটি করবে মোদের
সকল দুঃখের শেষ।

ভুলবো মোরা দলাদলি
করবো সুখে গলাগলি
সদয় হবেন মোদের উপর
দয়াল পরমেশ।

http://islaminonesite.wordpress.com

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ
অক্কা	মৃত্যু
অক্ত	সময়
অন্ন	ভাত
অট্ট	অতিউচ্চ, প্রাসাদ
অকস্মাৎ	হঠাৎ
অন্বেষণ	খোঁজ
অম্বর	বস্ত্র, আকাশ
অন্তর্যামী	অন্তরের খবর জ্ঞানী
অনুপ	অতুলনীয়
অবসন্ন	বিষণ্ন, ক্লান্ত
অর্ধাশন	আধপেটা খাওয়া
অশ্লীল	কুরুচিসম্পন্ন, লজ্জাজনক
অপরাহ্ন	বিকাল
অন্তরীক্ষ	আকাশ
আঢ্য	ধনী, বিশিষ্ট
আজ্ঞা	আদেশ
আরব্ধ	আরম্ভ করা অসম্পূর্ণ কাজ
আর্তনাদ	দুঃখীর চিৎকার
আশ্রিত	আশ্রয়প্রাপ্ত
আহ্নিক	দৈনিক
আস্ফালন	নিজ গুণ-ক্ষমতার গর্ব করা
ইবাদত	আল্লাহ্‌র গোলামী করা
ইমাম	নামায পরিচালক, নেতা
উদঘাটন	অনাবৃত করা,
উদগার	উচ্চারণ, বমন
উদ্ভব	জন্ম, উৎপত্তি
উত্যক্ত	বিরক্ত
উম্মত	কোন নবীর সম্প্রদায়, জাতি
উষ্ণীষ	পাগড়ী
এতীম	পিতৃহারা নাবালক ছেলেমেয়ে
একনিষ্ঠ	একানুরাগী
ঐক্য	একতা, মিল
কন্টক	কাঁটা
কণ্ঠ	গলা
কট্টর	গোঁড়া
কল্লোল	পানির স্রোত
কুজ্ঝটিকা	কুয়াশা
কুব্জ	কুঁজো
কুফ্‌রী	আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা
কর্কশ	শুনতে খারাপ
কিয়ামত	প্রলয়, পরকাল
ক্রোধ	রাগ
কৃতঘ্ন	উপকার অস্বীকারকারী
খর্ব	বেঁটে, কম
খল	ধোকাবাজ
খঞ্জ	খোঁড়া
খঞ্জর	তরবারী
খাস	বিশেষ
খাপ্পা	ক্রুদ্ধ, নারাজ
গনীমত	জিহাদে প্রাপ্ত মালধন
গোলাম	কেনা দাস
গৃধ্র	শকুন
গ্লানি	ক্লান্তি, অবসাদ
গুল্ম	ঝোপ, লতার ঝাড়
ঘ্রাণ	গন্ধ
ছদ্ম	গোপন
জান	প্রাণ
জিহাদ	ইসলাম ও ঈমান রক্ষার্থে যুদ্ধ
তৌহীদ	একত্ববাদ
তপ্ত	গরম
তস্কর	চোর
তায়াম্মুম	আযূ ও গোসলের বিকল্প ইসলামী বিধি
তুচ্ছ	হেয়
তত্ত্ব	আসলরূপ, সত্য
ত্রাস	ভয়
দর্পন	আয়না
দগ্ধ	জ্বলা, পোড়া
দণ্ড	লাঠি, সাজা
দীদার	দর্শন
দম্ভ	গর্ব, অহংকার
দৌরাত্ম্য	উপদ্রব, অত্যাচার
দ্বিজ	ব্রাহ্মণ
দ্বিধা	সন্দেহ, ইতস্তত: করা
দ্বেষ	হিংসা
নমনীয়	যা নোয়ানো যায়
নশ্বর	অস্থায়ী
নির্দয়	দয়াহীন
নির্বাপিত	নেভানো
নবুঅত	নবী হওয়া
নেকী	পূণ্য
পঙ্ক	পাঁক
পণ্ড	নিষ্ফল
পরিচ্ছেদ	বইয়ের ভাগ
পান্থ	পথিক
পাষন্ড	সদাচার ভ্রষ্ট, নিষ্ঠুর
বখীল	কৃপন
বহ্নি	আগুন
বল্কল	গাছের ছাল
ব্রত	পূন্যজনক বা পাপনাশক কাজ
বাঞ্ছা	অভিলাষ
বৈষম্য	অসমতা
বাগ্মী	বাকপটু, ভাল বক্তা
বিদগ্ধ	পন্ডিত
বিষন্ন	দুঃখিত
বিহবল	শোকে অভিভূত
বেহেশ্‌ত	স্বর্গ
বিস্ফারিত	বিস্তারিত, কম্পিত
বৃশ্চিক	বিছা
বৈরী	শত্রু
বিস্মৃত	ভুলে গেছে এমন
ভৎসনা	তিরস্কার
ভণ্ড	ভাঁড়
মমত্ব	মায়া, স্নেহ
মুমিন	আল্লাহ্‌-বিশ্বাসী
মিসকীন	কাঙাল
মূর্চ্ছা	বেহুঁশ, অজ্ঞান
ম্রিয়মান	লজ্জিত
যাঞ্চা	ভিক্ষা, প্রার্থনা
রহমান	করুনাময়
রন্ধ্র	ছিদ্র, গর্ত
রম্য	রমনীয়, সুন্দর
রিজালশাস্ত্র	হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনীশাস্ত্র
লব্ধ	প্রাপ্ত
লুব্ধ	লোভী
শরণ	আশ্রয়
শল্য	শলাকা
শরীআত	ইসলাম ধর্মের বিধান
শির্ক	অংশীবাদ
শীর্ণ	রোগা
শুক্ল	সাদা
শ্লাঘা	প্রশংসা
শ্লেষ	বিদ্রুপ, পরিহাস
সন্ত	সন্ন্যাসী
সন্তাপ	মনস্তাপ, দুঃখ
সংসর্গ	সহবাস
সান্ত্রী	পাহারাদার
সুপ্ত	গোপন, ঘুমন্ত
সম্ভ্রান্ত	সম্মানিত, গৌরবান্বিত
সম্ভ্রম	মান, শ্রদ্ধা
সম্প্রতি	অধুনা, আজকাল
সজ্জা	সাজ
সঞ্চার	উত্তেজন, ব্যাপ্তি
স্কন্ধ	কাঁধ

http://islaminonesite.wordpress.com

সালাফী বর্ণ পরিচয় সম্পর্কে অভিমত

১) দুই বাংলার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গবেষক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের **অধ্যাপক ডঃ উসমান গণী সাহেব** (এম, এ, পি, এইচ, ডি, ডি, লিট আর, এল, এস, এফ, এস, আর, এফ) বলেন ঃ-

অধ্যাপক শেখ আইনুল বারী আলিয়াবী সাহেব জ্ঞানজগতে বিচরণ করার জন্য এক সুদক্ষ পথিক ও কালজয়ী প্রতিভা। ইসলাম জগতের নানা বিষয়ে, বিচিত্র প্রাঙ্গনে তাঁর যে গভীর পাণ্ডিত্য ও অনন্য সাধারণ প্রতিভাসহ বিচরণ যা আজকের দিনে সত্যিই বিরল ও নজীরবিহীন। তাঁর এই প্রতিভার পরিচয় ও "স্বাক্ষর" বহন "করছে" তাঁর "বহু" কাজ। বহুর মধ্যে একটি-তাঁর সালাফী বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

আগত ও অনাগত কালের শিশুগণ "সালাফী বর্ণ পরিচয়" এর মাধ্যমে শিশু জীবনের সোপান বেয়ে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত ও উদবুদ্ধ হয়ে জাতীর কাণ্ডারীরূপে দেখা দিক আগামীকাল। দূর্গত জাতীয় চেতনায় ভাবী কালের গর্ভে পথিকৃৎ লেখকের সাধনা সফল হোক, স্বপ্ন সত্য হোক। এ আমার আত্মার কামনা।১.১.১৯৮৮

২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রাক্তন রীডার ও কলিকাতা মাদ্রাসার কলেজের অধ্যক্ষ, বহু গ্রন্থপ্রণেতা **অধ্যাপক মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব বলেন** ঃ-

মাওলানা হাফেয শেখ আইনুল বারী সাহেব প্রণীত **'সালাফী বর্ণ পরিচয়'** বইটি অপূর্ব শিশুপাঠ্য বই। ইসলামী ছড়া ও ভাবধারার মাধ্যমে বর্ণ পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে এটা বোধ হয় প্রথম ও সার্থক পদেক্ষেপ। বইটি ইসলাম-চেতন সমাজে নিঃসন্দেহে আদৃত হবে। ৩২ পৃষ্ঠার এই অপূর্ব শিশুপাঠ্য বইটিতে লেখক ছাত্র-ছাত্রীদের মনের খোরাক জোগানোর চেষ্টা করেছেন সফলভাবে। ইসলামী ছড়া ও ভাবধারার মাধ্যমে বর্ণ পরিচয় কচিকাঁচা শিশুমনের উপর নিশ্চয়ই ভাল ছাপ ফেলবে। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করবে। কোমলমতি শিশুদের উপাদেয় এই হৃদয়গ্রাহী বইটি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের প্রতিটি মক্তব, মাদ্রাসা ও স্কুলে অবশ্যই সমাদর লাভ করবে। তাং ২৬,১২,১৯৮৭

৩) বাংলার বিশিষ্ট কবি ও সুসাহিত্যক, সাপ্তাহিক মীযানের সহ সম্পাদক জনাব **মুহাম্মাদ সুলতান আলী** (শংখচিল) সাহেব বলেন ঃ-

বাংলার বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক মাওলানা হাফেয শেখ আইনুল বারী সাহেবের রচিত **'সালাফী বর্ণ পরিচয়'** বই দুটির আগাগোড়া পড়ে মনে মনে হয়েছে এটা লেখকের অক্লান্ত প্রয়াস এবং একনিষ্ঠ অনুশীলনেরই ফল। এর প্রায় প্রতিটি শব্দ এবং বাক্য থেকেই ঠিকরে পড়ছে কোরআন ও হাদীসের পূত-পবিত্র আলো। বইটির ভাষা ঝরঝরে, প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী এবং ভাবগুলো ইসলামী ধ্যানধারণনায় পরিপূষ্ট। যা প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। শিশুশিক্ষার ব্যাপারে বইটি অপূর্ব ও অভিনব হয়েছে। এর পাঠক বইটি পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। তাই আমি আশা করি যে, ইসলামী চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি বাংলাভাষী মানুষই বইটি লুফে নেবে। ২০-২-১৯৮৮

৪) প্রবীন শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক **মোহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব** বেলেন ঃ-

সালাফী বর্ণ পরিচয় একটি বহু প্রতীক্ষিত শিশু পাঠ্যপুস্তক। যাঁরা ঈমানকে তামাম দুনিয়াবী গরজ হতেও মূল্যবান মনে করেন তাঁদের নিকট এই অতুলনীয় শিশু পাঠ্যপুস্তকটি একটি অতীব অবশ্য পাঠ্যপুস্তক রূপে গন্য হবে বলে আশা রাখি। ৬-৬-১৯৮৮

শব্দার্থ

বল্গা	লাগাম	**হক**	ন্যায়, সত্য
বরেণ্য	বরণীয়	**হালাল**	বৈধ, সিদ্ধ
স্ফটিক	স্বচ্ছ পাথরবিশেষ, কাঁচ	**হাশ্‌র**	পরকালের বিচারের সমাবেশ
স্ফীত	ফুলে ওঠা	**হিজরত**	ঈমান রক্ষার্থে দেশত্যাগ
স্পৃহা	বাঞ্ছা, গ্রহণের ইচ্ছা	**হারামখোর**	অবৈধ খাদ্যগ্রহণকারী
স্পর্ধা	সাহস		

http://islaminonesite.wordpress.com